(কবিতাগ্রন্থ)

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী বসু

প্রণীত

কলিকাতা

১৪এ রামতনু বসুর লেন, "মানসী প্রেসে"

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১৩২৪

মূল্য আট আনা

উৎসর্গ

পরম পুণ্যবতী স্বর্গীয়া জননীদেবীর

শ্রীচরণ-কমলোদ্দেশে

চির-স্নেহময়ী কোথা জননী আমার !
হারা'য়েছি চিরতরে সে স্নেহ-আধার ।
সেই স্নেহ-সুধা আর পা'ব কি জীবনে ?
খুঁজিলাম মাতৃস্নেহ এ মর-ভবনে ;
মিলিল না, দুঃখিনীর তৃষিত হৃদয় !
যে দিকে ফিরাই আঁখি হেরি মরুময় !
কোমল অন্তর তব ছিল স্নেহে ভরা,
পুত্র-কন্যা-দুঃখ দেখি হ'তে মা কাতরা ।
মুছাইতে সেই অশ্রু কতই যতনে ।
এখন সে অশ্রু হায় মুছিব কেমনে ?
স্নেহের ত্রিদিব হ'তে পড়িয়ে ভূতলে,
দিবানিশি ভাসিতেছি শোক-অশ্রুজলে ।
তাই আজি সেই অশ্রু একত্র যতনে
গাঁথি শোক "অশ্রুহার" জননী-চরণে,
অর্পিলাম সযতনে কাতর অন্তরে ।
শোকে শান্তি দিও মাগো তব তনয়ারে ।

মাতৃহীনা কন্যা
সুশীলা

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা
বীণাপাণি	..	...	১
প্রার্থনা	...	...	২
শোক-উচ্ছ্বাস	...	...	৪
পিতৃ-শোকে	...	...	৬
ভগিনী-বিয়োগে	...	...	৭
ননদিনী-বিয়োগে	...	...	১১
স্নেহময়ী মামীমাতার পরলোকগমনে		...	১২
বঙ্গমহিলার শোকাশ্রু	...	...	১৫
মাসীমাতার বিয়োগে	...	...	১৮
শ্বশ্রূমাতার পরলোকগমনে	...	...	১৯
দাদামহাশয়ের পরলোকগমনে		...	২০
মাতামহী-শোকে	...	...	২২
প্রভাস কাকা	...	...	২৩
ভ্রাতৃজায়া-শোকে	...	...	২৪
সন্ন্যাসিনী	...	...	২৬

বিবিধ কবিতা—

হায়রে অদৃষ্ট	...	...	৩৫
আয় ফিরে আয়	...	...	৩৬
স্মৃতিটুকু তা'র	...	...	৩৮

বিষয়			পৃষ্ঠা
শ্মশান ঘাট	...	...	৩৯
কোন শিশুর প্রতি	...	...	৪০
শিশুহাসিখেলা	...	...	৪২
বালিকার বৈধব্য	...	...	৪৪
প্রকৃতির শোভা	...	...	৪৬
ফুলরাণী	...	...	৪৮
কেন রে অবোধ শিশু	...	...	৪৯
শৈশব জীবন	...	...	৪৯
জ্ঞানালোক	...	...	৫০
বাসনা নিবেদন	...	...	৫১
কেমনে হইবে বাসনা ছেদন		...	৫২
অন্নপূর্ণা	...	...	৫৩
আগমনী	...	...	৫৪
বিজয়া	...	...	৫৬
জগন্নাথ	...	...	৫৭
মহাকালী	...	...	৫৯
স্বপ্নময়ী	...	...	৬০
চিরস্থায়ী সুখ কোথা	...	...	৬৩
বুদ্ধগয়া	...	...	৬৫
রামগিরি	...	...	৬৫
কুকোপাখী	...	...	৬৭
কিসের গর্ব্ব	...	...	৬৮
ঈশ্বরের অভিনয়	...	...	৭০

বিষয়			পৃষ্ঠা
অদৃষ্ট	...	...	৭৩
গীতা	...	...	৭৪
শান্তি	...	...	৭৬
জাগ মা কুণ্ডলিনী	...	...	৭৭
দেব সব লও তুমি	...	...	৭৭
ঈশ্বরের প্রেম	...	...	৭৮

গীত—

বন্দনা	...	...	৮০

পরিশিষ্ট—

শোকসন্তাপ	...	...	৮৫
শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র মিত্রের পরিণয়োপলক্ষে		...	৮৬
বর্ণমালা স্তোত্র	...	...	৮৯
অপার করুণা	...	...	৯২

বীণাপাণি

জয় বীণাপাণি, শ্বেত শ্বেতাঙ্গিনী,
শ্বেত কমলাসনে,
নম সরস্বতী, প্রণমি ভারতী,
তব কমল চরণে।
আমি মূঢ়মতি, না জানি ভকতি,
কেমনে করিব স্তব ?
করি মোরে দয়া, দেহ পদ-ছায়া,
রেখ' মা চরণে তব।
কমল-বাসিনী, মধুর হাসিনী,
সুমধুর বীণা বাজে,
হৃদয়ে রাখিয়ে, নয়ন ভরিয়ে,
হেরি চরণ-সরোজে।
ভকতি উথলে, প্রেমে প্রাণ গলে,
মোহিত বীণার তানে।
দীনা হীনা জনে, রেখ' মা, চরণে
জুড়াতে তাপিতা প্রাণে॥

প্রার্থনা

জয় জয় জগদ্ধাত্রী জগত-জননী,
শঙ্খ, চক্র, ধনু করে কেশর-বাহিনী ;
কে জানে মহিমা তব বিশ্ব-প্রসাবনী,
সর্ব্ব জীবে তুমি দেবী শক্তি-সঞ্চারিণী।
ভুলিয়ে তোমারে নিত্য-সুখ পরিহরি,
অনিত্য সুখের লাগি ভ্রমে নরনারী !
বিষয়ের সুখ যত শোক তাপময়,
তাই এ মানবগণ জ্বলে যাতনায়।
শোকে রোগে দুঃখিনীর দহিতেছে প্রাণ,
তোমা বিনে কে করিবে এবে পরিত্রাণ ?
চারিদিকে দেখি কেহ নাহি এ সংসারে,
একাকিনী আছি প'ড়ে এ ঘোর আঁধারে।
কোথা গো মা ব্রহ্মময়ি করুণা-রূপিণী,
দাও মা গো, শান্তি প্রাণে শান্তি-বরষিণি,
সত্ব, রজ, তম, তুমি ত্রিগুণ-ধারিণী
রজ, তম, কর নাশ অজ্ঞান-নাশিনী।
সত্ত্ব গুণ চিরদিন থাকিলে হৃদয়ে,
রজ তম কভু দুঃখ দিবে না আসিয়ে।
তাই মা, কাতরে করি প্রার্থনা চরণে,
খুলে দাও মায়া রজ্জু পাপের বন্ধনে।
এ বাঁধায় বাঁধা পড়ি আকুলিত মন,
নিশিদিন অনুতাপে জ্বলিছে জীবন।

হৃদিপদ্মে বিরাজিত হৃদয়ের রাণী,
তথাপি না বুঝে হায় অবোধ পরাণী।
তোমার দর্শন আশে খুঁজি চারিদিকে,
জ্বলিছে হৃদয়-দীপ তব প্রেমালোকে।
হৃদয়ে লুকায়ে আছ হৃদয়ের ধন,
বুঝিতে না পারে কেন মূঢ় মম মন?
ভুলে গিয়ে নিত্যানন্দ, নিরানন্দে রহে,
কঠিন রৌরব সম মহা ক্লেশ সহে।
ঘুচাইয়ে দাও মোর অজ্ঞান আঁধারে,
জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি দিয়ে পূজিব তোমারে।
তোমার করুণা আশে চাতকিনী হ'য়ে,
আছি মাগো দিবানিশি জ্ঞান-পথ চেয়ে!
এ জনমে "আত্মজ্ঞান" যদি নাহি হয়,
অনিত্য এ দেহ ল'য়ে কি করিব হায়?
পাঠাইলে কর্ম্মভূমে স্বকর্ম্ম সাধিতে,
অনিত্য করম করি ডুবিনু পাপেতে।
এখন' উপায় আছে চরণ তোমার,
তা' হইতে পাতকিনী হইবে উদ্ধার?
মন-চক্ষে তব জ্যোতি হেরিতে বাসনা,
সংসারের শোক দুঃখ সহিতে হবেনা।
পূরিবে কি দুঃখিনীর মনের কল্পনা?
হেরি "আত্মজ্যোতি" আমি ভুলিব যাতনা?

শোক-উচ্ছ্বাস

স্নেহময়ী "জননি গো" রহিলে কোথায় ?
তোমা বিনে হেরি সব শূন্যময় হায় !
কি দোষে মোদেরে হায় মাতৃহারা ক'রে
চলে' গেলে ভাসাইয়ে শোকাশ্রু-সাগরে ?
বল মা, কি দোষ মোরা ক'রেছি চরণে ?
তাই মাগো ছেদিয়াছ স্নেহের বন্ধনে ?
জননীর হৃদিখানি স্নেহেতে সিঞ্চিতা,
সে স্নেহ হইতে আজি হইনু বঞ্চিতা।
করুণা-রূপিণী তুমি ছিলে এ ভবনে,
কাঁদিছে তোমার শোকে আত্মীয় স্বজনে ;
পুণ্যবতী জননী গো আদর্শ মহীতে,
তব গুণরাশি কেহ পারে না ভুলিতে !
শোক ব্যথা তুমি মাগো পাওনি কখন,
"সুরতের" শোকে তাই ত্যজিলে জীবন !
পুণ্যময়ী দেবী তব কোমল পরাণে
অসহ্য সন্তান-শোক দহিবে কেমনে !
তাই মাগো চ'লে গেলে জুড়াতে হৃদয়,
"সুররে" লইয়ে কোলে অমর আলয় ?
সতত প্রফুল্ল মূর্ত্তি ছিল মা, তোমার,
সেই সে প্রফুল্লরূপে হ'লে লোকান্তর !
তিন দিন ছিলে মাতঃ শয্যায় শায়িতা,
পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, দৌহিত্র, জামাতা,

সবারে সম্মুখে রাখি, প্রফুল্ল বদনে
সহসা চলিয়ে গেলে অমর-ভবনে !
সীমন্তে সিন্দুর শোভা কিবা মনোহর!
হাতে রুলি, রাঙ্গা শাড়ী, কি শোভা সুন্দর !
লাক্ষারসে পা ছ'খানি রঞ্জিত করিয়ে,
স্বরগে গেলে মা চ'লে ধরা আঁধারিয়ে।
ভাদ্র মাস রবিবার লক্ষ্মীপূজা-দিনে
চলে গেলে "লক্ষ্মী মাতা" বৈকুণ্ঠ ভবনে !
শোকের সাগরে মোরা হ'য়েছি মগন,
কে বল যতনে আর মুছা'বে নয়ন ?
দৌহিত্র ও পৌত্রী, তব সুধীর, সুবোধ,
দেখ "রাজলক্ষ্মী" আর রমেন্দ্র, প্রবোধ,
দিদিমণি ব'লে সবে করিছে রোদন,
তব স্নেহ ভুলিবারে পারে কি কখন ?
সোণার পুতুল "নলু" প্রাণের নন্দন,
কেমনে তাহারে ছাড়ি করিলে গমন ?
মাতৃহীন হইয়াছে "অনাদি" তোমার,
তাহার কি দশা মাগো দেখ একবার !
অবোধ বালক "নলু" কিছুই না জানে,
কেমনে শান্তিব তা'রে মাতৃহীন প্রাণে ?
সঁপেছিলে মম করে "স্নেহের তনয়ে",
রাখিয়াছে অভাগিনী সন্তপ্ত হৃদয়ে।
স্নেহের নন্দনে তব রেখেছি যতনে,
কিন্তু হায় মাতৃস্নেহ বুঝিবে কেমনে ?

দেখ মা, শোকেতে তব "জননী তোমার"
উন্মত্ত অবনীতলে পড়ি অনিবার,
কাঁদিছেন দীনবেশে, এ বৃদ্ধ বয়সে
পাইলেন হেন শোক অদৃষ্টের দোষে!
এ সকল ব্যথা তব নাহি লাগে প্রাণে!
নিশ্চিন্ত রয়েছ গিয়ে শান্তি-নিকেতনে।
থাক মাগো থাক সুখে ত্রিদিব-ভবনে,
মাতৃহীনা দুহিতারে রেখ মা, স্মরণে।
অনিত্য সংসার ত্যজি, অনন্ত গোলোকে
আর না কাতর হ'বে পুত্র-কন্যা-শোকে!
লক্ষ্মীরূপা পুণ্যবতী জননী আমার!
সুখের স্বরগধামে করিছ বিহার।
তব গর্ভে জন্মিয়াছি মোরা পুণ্যবতী,
তব সম যেন দেবী হই ভাগ্যবতী।

পিতৃ-শোকে

স্নেহময়ী মাতা যবে, ত্যজি গেলেন ত্রিদিবে,
ভুলিলাম পিতৃস্নেহে জননীর শোক ;
মোদের অদৃষ্ট ফেরে, দুরন্ত কালের করে,
স্নেহময় পিতা হায় গেলেন গোলোক!
মাতৃশোক ভুলাইলে, ল'য়ে পিতঃ, স্নেহ-কোলে,
কতরূপ উপদেশ সান্ত্বনা বচনে।

পিতা মাতা শোকে এবে, হয়েছি কাতরা সবে,
মুছাইবে অশ্রুবারি কে আর যতনে ?
সে স্নেহ পড়িলে মনে ঝরে অশ্রু দু'নয়নে,
এ জীবনে সেই স্নেহ পাব কি আবার ?
পুণ্যময় পুণ্যময়ী, জনক জননী ওই,
আলো কোরে র'য়েছেন ত্রিদিব আগার।
যাব কিছুদিন পরে, তোমাদের স্নেহ নীড়ে,
জুড়া'তে প্রাণের জ্বালা সন্তপ্ত জীবন ;
বাবা, লইও আদরে, এ তাপিতা তনয়ারে,
কর্ম্মভূমে কর্ম্ম মম হ'লে সমাপন।

ভগিনী-বিয়োগে

ত্রিদিবের ফুল তুমি ফুটিয়ে ধরায়,
অপূর্ব্ব শোভায় ধরা করি আলোময়,
সহসা শুকালি হায়,
অস্ফুট-কলিকা-প্রায় !
কে তুলে লইল হায় হৃদি বৃন্ত হ'তে ?
স্নেহের কুসুমে ভাল না দিল ফুটিতে !

নন্দনের পারিজাত "সুরত" তুমিরে,
স্বর্গচ্যুতা হ'য়ে এলে ধরণী মাঝারে।
কেন কিছু দিন তরে,
রহিলে না এ সংসারে ?
অকালে শোকের নীরে ভাসায়ে সবারে,
চলে' গেলে স্বর্গপুরে, ত্যজি' এ সংসারে।

সরলতামাখা ছিল সুচারু বদনে,
খেলিতে শৈশব-খেলা প্রফুল্লিত মনে।
নবম বয়সে বালা
সাঙ্গ করি ইহ লীলা,
রয়েছ সুখেতে ফুটি নন্দন-কাননে!
নাহি সুখ শান্তি এই সংসার-ভবনে।

তাই বুঝি শান্তিধামে গেলি রে চলিয়ে?
তবে কেন জন্ম নিলে শোকতাপালয়ে?
মমতা বন্ধন ছিঁড়ে,
রয়েছ কেমন কোরে?
বৎসর হইল গত প্রাণের ভগিনী!
এখনও ভুলি নাই তব মুখখানি!

ভুলিব না এই দেহে থাকিতে জীবন,
চিতানলে তোর শোক হইবে নির্ব্বাণ।
সেই বীণা-মধুস্বরে,
বলিতে যে তুমি মোরে,
'দাও দিদি ভাল কোরে কবরী বাঁধিয়ে,
কেহ ত তোমার মত দেয় না সাজায়ে!'

মনোমত সাজাইয়ে তোরে সযতনে,
হেরিতাম অনিমেষ প্রফুল্ল নয়নে;
আর কি সে রূপ তোর
হেরিবে নয়ন মোর?

উজলিবে আর কি রে তোর রূপরাশি ?
চারু বিম্বাধরে হাসি বড় ভালবাসি ।

হাসরে "সুব্রত" তুমি হাস একবার,
না হেরে ও হাসি আঁখি কাঁদে অনিবার ।
কোথা গেলে দেখিব রে,
হাসি তোর ও অধরে ?
আকুল নয়ন বড় হেরিবারে তোরে,
ভাসিতেছি দিবানিশি শোক-অশ্রুনীরে ।

এ হৃদয়-বহ্নি হায় কে আর নিবাবে !
তোমা বিনে কভু নাহি শীতল হইবে ।
তাই ডাকি বার বার
এস মম "স্নেহাধার",
জুড়াও তাপিতা প্রাণ দিদি-সম্বোধনে,
মুছিবে নয়ন-বারি তোর দরশনে ।

এই আশা তুমি মম কর রে পূরণ,
দেখিবারে তোরে সদা আকুলিত মন ।
কেন হায় মিথ্যা আশা,
আর সে স্বর্গীয় ভাষা
শুনিবে না অভাগিনী এ জনমে আর !
ফল্গু-নীরে বিসর্জ্জিতা প্রতিমা আমার !

সে কথা ভাবিতে হৃদি বিদরিয়া যায়,
পাষাণ হৃদয়ে হায় ছেড়েছি তোমায় !

রাখিতাম যে রতনে
এ হৃদয়ে সযতনে,
উত্তপ্ত বালুকা মাঝে সে আছে পড়িয়ে !
হাঃ নিষ্ঠুর প্রাণ, তুমি আছ কি বলিয়ে ?

অনুজা ভগিনী সে যে ছিল আদরিণী,
আদরে রাখিনু নাম "সুরত-মোহিনী" !
সে নাম এখন হায়,
বিষময় জ্ঞান হয়,
সে নাম শ্রবণে হৃদি কণ্টকিত হয়,
দিবানিশি অভাগীর পুড়িছে হৃদয় ।

তোমাদের শোকে প্রাণ কাঁদে অনুক্ষণ,
চিরতরে সুখ আশা দিছি বিসর্জ্জন !
হেরি সকলি আঁধার,
শূন্যময় এ সংসার !
কত যে বাসিতে ভাল কবরী বাঁধিতে,
কত সাধ ছিল তোর ক্ষুদ্র হৃদয়েতে !

কোন সাধ পূরিল না জীবনে তোমার,
সেই দুঃখে মম মন কাঁদে অনিবার ।
শূন্য মনে শূন্য প্রাণে,
চাহি আকাশের পানে,
ত্যজিয়াছি অলঙ্কার কবরী-বন্ধন,
ভাবিতেছি কতদিনে যাবে এ জীবন ॥

ননদিনী-বিয়োগে

কোথা গেলে প্রাণাধিকা প্রিয় ননদিনী ?
তোমার বিয়োগে মম ব্যাকুল পরাণী।
জনক জননী সবে ভাসে অশ্রুজলে,
স্নেহের তনয়া দু'টি কা'রে দিয়ে গেলে ?
মা মা বলে, কাঁদে তব কোলের বাছনি,
দয়া তব নাহি হয় হায়রে পাষাণী ?
ফিরজা সরমা তব চাহে চারিদিকে,
অশ্রুনীরে ভাসি সদা মা মা বলে' ডাকে।
কাতরা হ'য়েছে বালা জননী-বিহনে,
কে দিবে সান্ত্বনা হায় মাতৃহারা জনে ?
আড়াই বৎসরে "ফিরু" হারা'ল জননী,
জননী-যতন নাহি বুঝিল দুঃখিনী।
ক্ষুধা পেলে মা বলিয়ে কাঁদিবে যখন,
কে খাওয়াবে তারে ভাই প্রদানি' অশন ?
ক্ষণেক "ফিরুরে" তুমি না দেখে নয়নে,
কতই ব্যাকুলা হ'তে ভাবি মনে মনে !
ঘুমন্ত বালারে আজি রাখিয়ে কেমনে,
চির-শান্তিধামে সখী গেলে কোন্ প্রাণে ?
কা'রে দিয়ে গেলে তব এ সুখ-সংসার,
বিচিত্র বসন আর যত অলঙ্কার ?
কে পরিবে তব এই মুকুতার মালা ?
ভাবিয়ে জননী-মনে জ্বলে শোকজ্বালা।

অভাগা পতির দশা দেখ লো আসিয়ে,
শান্তি দাও শান্তিময়ী অভাগা-হৃদয়ে।
এখন আশার লতা করিয়ে ধারণ,
ভাবিছে আসিবে ফিরে হারাণ রতন।
বুঝে না অভাগা তার ভেঙ্গেছে কপাল,
ছেড়ে গেছে হালী তার জীবনের হাল।
কলুষ-পূরিত বুঝি দেখি এ ভবন,
চ'লে গেলে পুণ্যবতী সে দিব্য সদন॥

স্নেহময়ী মামীমাতার পরলোকগমনে

সংসার-ললামভূতা কুরঙ্গনয়নী
কাঁদিতেছে শোকাকুল হারায়ে জননী।
এইত সুখের দিন শৈশব জীবন,
জননীর স্নেহনীরে ভাসে শিশুগণ।
কি পাপে বল হে বিধি আজি এ মুকুল,
শোকের অর্ণবে ভাসি হ'য়েছে ব্যাকুল?
জনমিলা নব বালা তৃষিতা অন্তরে,
মাতৃস্নেহ-দুগ্ধ হায় পিইবার তরে।
খুঁজিছে জননী আহা চারিদিকে চেয়ে,
আসে না জননী তারে লইতে হৃদয়ে।
জাননা অবোধ শিশু, জননী তোমার
জনমের মত গেলা ত্যজিয়ে সংসার।

তুমিরে ত্রিদিব-বালা ভূমিষ্ঠ হইয়ে,
পাঠাইলে জননীরে ত্রিদশ-আলয়ে।
আধ ভাষে মা বলিয়ে কাঁদিবে যখন,
কে এসে লইয়ে কোলে মুছাবে নয়ন ?
জীবনে প্রথম সুখ মাতৃস্নেহ হায়,
সে সুখে বঞ্চিতা কোরে জননী তোমায়,
অকালে গেলেন চলি ত্যজি ধরাতল।
ক্ষুদ্র শিশুগণ হায় কাঁদে অবিরল।
সোণার সংসার মাগো কা'রে দিয়ে গেলে ?
মাতৃহীন শিশুগণে কা'রে বা অর্পিলে ?
দেখ গো "মামীমা" এসে "বিভূতি" তোমার
জননীর শোকে হায় হয়েছে কাতর !
কোরেছিলে কত আশা হৃদয়ে অপার,
আশায় নিরাশ বিধি করিল তোমার।
মণি, ফণি, ইন্দু, তব স্নেহের হাবুল,
জননী-বিহনে সবে হ'য়েছে ব্যাকুল।
খুঁজি শিশুগণ এবে ফিরে ঘরে ঘরে,
'মা কোথা' বলিয়ে 'হাবু' কাঁদে উচ্চস্বরে।
আদরের মেয়ে তব স্নেহের প্রতিমা
মাতৃহারা হ'য়ে কাঁদে মনো, নিরুপমা।
মিলি দু'টি বোনে গলা ধরাধরি ক'রে
বলিছে চলরে "মনো" খুঁজি গিয়ে মা'রে।
বুঝি মেজদাদা কথা পড়িয়াছে মনে,
কাঁদিছেন মা আমার বসি নিরজনে।

চল মনো চল যাই মোরা দুই বোন,
বসিয়ে মায়ের কোলে মুছাব নয়ন।
হায়রে সরলা বালা কি কথা কহিলি!
দারুণ শোকাগ্নি তুই আরো যে জ্বালিলি।
খল-কপটতা-শূন্য সুচারু হাসিনী!
এখনো আশায় আছ পাবেরে জননী?
এত যে খুঁজিলি তবু না মেটে পিপাসা?
যত খোঁজ তত বাড়ে তোমার দুরাশা!
আর কি শুনিবি সেই সুমধুর ভাষা?
সেই স্নেহ-ভাষা শুনি মিটাইবে তৃষা?
আর নয় আর নয় ওরে নিরুপমা,
আসিবে না ফিরে আর স্নেহের মামীমা!
কোথা যাবে খুঁজিবারে কোথা পাবে তাঁরে?
মরতে নাহিক আর,—ওই স্বর্গ 'পরে।
মরতের স্নেহরাশি ভুলিয়ে এখন,
পুষ্পরথে কোরেছেন স্বর্গে আরোহণ।
"সত্য" শোকে মামীমা গো কাতর যে ছিলে!
সেই শোক পাশরিতে কোথা চলে' গেলে?
ভাসাইয়ে শোক-নীরে এ সন্তানগণে,
কেমনে ছিঁড়িলে মাগো সে স্নেহ-বন্ধনে?
সত্য যে পেয়েছে পুন জনক জননী।
তুমি যে এদের ছিলে স্নেহ-প্রদায়িনী;
সতত আদরে মাগো সাজা'তে যতনে,
এখন মলিন সব তোমার বিহনে!

স্নেহময়ী মামীমা গো, তব স্নেহরাশি
ভুলিতে না পারি হায়, কাঁদি দিবানিশি।
কন্যা-সম করিতে মা, কত স্নেহাদর,
এ জীবনে সেই স্নেহ পাব কি আবার?
আমি অভাগিনী হায় ভাসি অশ্রুজলে!
পুণ্যবতী দেবী মাগো তোমরা সকলে,
মরতের দুঃখে হেথা কেন মা কাঁদিবে!
তাইত র'য়েছ গিয়ে শান্তির ত্রিদিবে।

বঙ্গমহিলার শোকাশ্রু

(মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরলোকগমনে)

ইংলণ্ডের সুখসূর্য্য হ'ল অস্তমিত!
বিষাদ-তিমির ঘোর কোরেছে আবৃত!
প্লাবিতা ধরণী আজি শোক-অশ্রুধারে,
শোকাতুরগণে এবে হায় কে নিবারে?
ভারত ইংলণ্ড আজি মাতৃহীনা হ'য়ে,
কাঁদিতেছে মহাদুঃখে কাতর হৃদয়ে।
এস মা বৃটনেশ্বরী ভারত-জীবন,
ভারতের শোক-অশ্রু কর মা, মোচন।
তোমা বিনে কে চিন্তিবে প্রজার মঙ্গল?
পুত্র-কন্যা-দুঃখ দেখি কে হ'বে চঞ্চল?

তাই মা কাতরে ডাকে বঙ্গবালাগণে,
পুত্র কন্যা রাজ্য ত্যজি আছ মা, কেমনে ?
জানি স্নেহময়ী দেবী নিশ্চিন্ত না আছ,
প্রজাগণ তরে মাতঃ, অবশ্য ভাবিছ।
যেও না সন্তানগণে ফেলিয়ে অকূলে,
সন্তানের স্নেহ কভু মাতা নাহি ভুলে।
কত শত পুত্রকন্যা জননী-বিহনে
ঢালিতেছে অশ্রুবারি সমাধির স্থানে।
আর কি আসিবে ফিরে স্নেহ বিতরিতে ?
ঢালিয়ে শোকাশ্রু এত রাখিনু নারিতে !
হেরিলে প্রজার চক্ষে কভু অশ্রুজল,
ব্যথিত হইত তব হৃদয়-কমল !
এত অশ্রু ঢালি, কিন্তু বাধা না মানিল,
দুরন্ত শমন হায় কাড়িয়ে লইল।
ত্রিদিবের রাণী তুমি ত্রিদিব হইতে
এসেছিলে প্রজাগণে সুখ বিলাইতে !
এ বিশাল রাজ্য দেবী পালিয়ে যতনে,
চ'লে গেলে কেন আজি ত্যজি প্রজাগণে ?
তোমার বিয়োগে সব হয়েছে আঁধার !
ধরেছে ইংলণ্ড আজি বিষাদ-আকার !
রাহুগ্রাসে পূর্ণচন্দ্র হ্রাস যেই হয়,
সুনীল অম্বর তবে শোভাহীন রয় ;
সেইরূপ ইংলণ্ডের অপূর্ব্ব শোভন
তোমার বিহনে এবে বিষাদে পতন !

শমন রাহুর গ্রাসে ইংলণ্ডের শশী,
ঢেকেছে ইংলণ্ডে তাই ঘোর তমরাশি।
নির্দ্দয় শমন তোর এ কিরে ছলনা!
হরে' নিতে মহারত্ন দুঃখ কি হ'লনা?
তো' হ'তে কাঁদিল আজি সব প্রজাগণে!
উঠিছে শোকের ঊর্ম্মি হায় প্রতিক্ষণে!
হা মাতঃ ইংলণ্ডেশ্বরি প্রজা-সুপালিনি!
নিদয়া কেন মা আজি দয়াময়ী রাণী?
তুমি ত চলিলে মাগো অমর ভবনে,
সুখে রাজ্য পালিবে মা বসি' সিংহাসনে,
একবার ভাবিলে না এ রাজ্যের কথা?
প্রজাগণ তব শোকে পেয়েছে যে ব্যথা!
দুঃখের ভারত করি সুখের সদন,
ভারত-ঈশ্বরী নাম করিলে গ্রহণ।
হায় বিধি কি লিখিলা ভারতের ভালে?
ভারতের চির আশা নাহি পুরাইলে?
হায় চির-শোক-অশ্রু মুছিবে কি আর?
ভারত-সৌভাগ্য পুনঃ হবে কি সঞ্চার?
আশীর্ব্বাদ কর দেবী তব পুণ্যবলে,
রাজভক্ত প্রজাগণ থাকুন কুশলে;
নব রাজারাণী মহা কুশলে থাকুন,
তব সম প্রজাগণে যতনে পালুন।
পবিত্র আত্মার তব মঙ্গলের তরে
জানা'তেছি মোরা সবে পরম পিতারে।

ভিখারিণী বঙ্গবালা কি আছে আমার,
দিব তব শোকস্মৃতি ভক্তি-উপহার ?
ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তি বঙ্গ-ললনার,
যতনে গাঁথিনু তাহে শোক-অশ্রুহার ;
জ্যোতির্ম্ময়ী স্মৃতিমূর্ত্তি স্থাপিয়ে হৃদয়ে,
পূজিব সাদরে মোরা অশ্রুবারি দিয়ে।

মাসীমাতার বিয়োগে

স্নেহময়ী রূপে তুমি মাসীমা আমার
এসেছিলে এ সংসারে করুণা-আধার।
নারীর শিক্ষার তরে আসিলে ধরায়,
শিখাইলে নারীধর্ম্ম কর্ম্ম সমুদায়—
স্নেহ ভক্তি, পতি-সেবা, দয়া, পতিব্রতা,
সুখে দুখে সমভাবে চির সহিষ্ণুতা।
সবারে সুমিষ্ট ভাষে করি সম্ভাষণ,
করিতে মা সকলেরে স্নেহে আকর্ষণ !
বশীভূত ছিল সবে গুণেতে তোমার,
ভুলিতে না পারে কেহ বলে বার বার।
আনন্দ-রূপিণী হ'য়ে ছিলে মা সংসারে,
ভাসিলে দু'দিন শুধু শোক-অশ্রু-নীরে।
পূর্ব্বজন্ম কর্ম্মফলে বিধবা হইয়ে,
বৎসরেক ছিলে মাগো ব্রহ্মচর্য্য ল'য়ে।

প্রশান্ত বদন তব করি নিরীক্ষণ,
হরিষে বিষাদ মম হইত তখন।
দু'টি পুত্র, কন্যা মাগো, গর্ভে ধরে'ছিলে,
রাজরাণী কন্যা তব হ'ল পুণ্যবলে।
চির সুখী দোঁহে দেখি গেলে মা, স্বর্গেতে,
দিদির বৈধব্য-দশা হ'লনা দেখিতে।
সংসারের শোক দুঃখ সহিবে কেমনে?
তাই চলে' গেলে ত্বরা শান্তি-নিকেতনে?
যাও মা, আনন্দময়ী, আনন্দ-ভবনে;
কর্ম্মফলে মোরা দুঃখ ভুগি সে কারণে!

শ্বশ্রূমাতার পরলোকগমনে

পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা শান্তির ত্রিদিবে
চলে' গেলে চিরতরে, কাঁদাইয়ে সবে!
ধরিত্রী জননী সম ছিলে ধৈর্য্যময়ী,
তব সহিষ্ণুতা ভাবি আত্মহারা হই।
ও রাঙ্গা চরণে মাগো এই ভিক্ষা চাই,
তব সম সহিষ্ণুতা যেন সদা পাই।
লক্ষ্মীরূপা মা, আমার ছিলে এ সংসারে,
শুধু শোকে রোগে জীর্ণ করিল তোমারে।
পুত্র, কন্যা, জামাতার অসহ্য শোকেতে
দৌহিত্র ও পৌত্র শোকে ছিলে মা, শয্যাতে!

পেয়েছিলে কত শোক কোমল অন্তরে !
ভাবিলে সে সব কথা ভাসি অশ্রুনীরে।
আর না কাতর হ'বে গিয়াছ যেথানে,
নাহি কোন শোক দুঃখ শান্তি-নিকেতনে ;
জরা জীর্ণ দেহ তব পুত্র-কন্যা-শোকে,
লভিলে অনন্ত শান্তি অনন্ত গোলোকে।
আশীষ কর মা, এই, ওমা পুণ্যবতি !
তোমাদের মত যেন হই ভাগ্যবতী ;
সীমন্তে সিন্দূর পরে' তোমরা সকল,
গিয়াছ ত্রিদিবে মাগো ত্যজি ধরাতল,
সেইরূপ মোরা যেন তব পুণ্যবলে
এয়োতি সিন্দূর চিহ্ন লইয়ে কপালে,
পাই যেন স্থান মাগো তব স্নেহ-কোলে ;
জানাই বাসনা এই চরণ-কমলে।

দাদামহাশয়ের পরলোকগমনে

কেনরে এ প্রাণ এত হ'য়েছে চঞ্চল ?
কেন বা নয়নে ঝরে শোক-অশ্রুজল ?
কেন বা হৃদয়-মাঝে উঠে হাহাকার,
কেন হেরি শূন্যময় আঁধার সংসার ?
সেই ত সকলই আছে, তবে কেন আর
কেনরে সন্তপ্ত চিত্ত কাঁদ অনিবার ?

সরল উদার মম "দাদা মহাশয়"
হারা'য়েছি চিরতরে সেই স্নেহময়।
তাঁহারি অভাবে বুঝি হৃদয় কাতর!
তাই কি নয়নে অশ্রু ঝরে নিরন্তর?
জনক জননী সম পালিলে যতনে,
এখন সে স্নেহ হায় ভুলিব কেমনে!
পিতৃ-মাতৃ-শোক, থাকি তব স্নেহ-কোলে
ভুলেছিনু এতদিন আমরা সকলে।
চিরদিন তব কাছে পালিতা হইনু,
অন্তিমে তোমার পদ সেবিতে নারিনু।
সে সময় আমি হায় সুদূরে থাকিয়া,
শুনিয়া সঙ্কট পীড়া আসিনু ছুটিয়া।
দেখা নাহি হ'ল মম ভাগ্যদোষে হায়!
কাঁদিতেছে অভাগিনী শোকার্ত্ত হৃদয়!
দেবতা সদৃশ মম দাদা মহাশয়।
চলে' গেলে দেবরূপে ত্রিদিব আলয়।
মৃত্যুর কালিমা ছায়া পবিত্র বদনে
পারেনি স্পর্শিতে, আহা যেন মহাধ্যানে
জপিয়া সে হরিনাম ত্যজিলে জীবন!
হরিভক্ত হরিপদে মিশালে এখন!

মাতামহী-শোকে

মা! বলা ফুরা'ল আজি জনমের মত !
শৈশবে তোমার কোলে হয়েছি পালিত।
জননী ছিলেন, তবু জননীর মত
পালিয়াছ তুমি মাগো স্নেহে অবিরত।
অপার তোমার স্নেহ ভুলিতে নারিব,
যত দিন রবে প্রাণ নিয়ত কাঁদিব।
মাতৃ-পিতৃ-শোকে যবে হইনু কাতরা,
তব স্নেহ-কোলে শান্তি পেয়েছিনু মোরা।
একমাত্র তনয়ার দারুণ শোকেতে
সকাতরে ছিলে মাগো পড়িয়ে শয্যাতে।
আমাদের বুকে নিয়ে তুমি মা তখন,
আপনার শোক ব্যথা করি সম্বরণ,
মুছাইয়ে আমাদের অঞ্চলে নয়ন,
সান্ত্বনা করিতে কত করিয়ে যতন—
"মাতৃরূপে আমি আছি তোদের যখন,
কি দুঃখেতে কাঁদ তবে তোমরা এখন ?
কন্যা-হীনা হ'য়ে আমি ভাসি অশ্রুজলে,
মাতৃহীনা হও নাই তোমরা সকলে।
মা বলে' ডেকেছ মোরে আশৈশব হ'তে,
আছি আমি তোমাদের স্নেহ বিতরিতে।"
আজি মাগো তব শোকে শূন্য এ ভবন,
মা বলে' ডাকিব কা'রে বল মা এখন ?

তব শোকে অশ্রুবারি করি বরিষণ,
কেহ নাহি আর মম মুছা'তে নয়ন !
স্নেহময় স্নেহময়ী ছিল গৃহে যাঁরা,
ত্যজিয়ে এ অভাগীরে গিয়েছেন তাঁ'রা ।
যতদিন অভাগিনী র'বে এই ভবে,
দিবস যামিনী স্বধু কাঁদিবে নীরবে !
শোকেতে সন্তপ্ত হ'য়ে বিদগ্ধ-জীবন,
জগত-জননী-পদে লয়েছি শরণ ।
দয়াময়ী তিনি যদি করে' মোরে দয়া
অভাগিনী তনয়ারে দেন পদছায়া ;
এই সে ভরসা কণা র'য়েছে অন্তরে,
চিরদিন সেই পদ থাকি যেন ধরে' ।
ত্রিদিবে থাকিয়ে কর আশীষ এখন,
ঈশ্বর-চিন্তায় যেন কাটাই জীবন ।

প্রভাস কাকা

কেন গো "প্রভাস কাকা" কাঁদাইয়া সবে,
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তব রাখি' এই ভবে,
চলে' গেলে চিরতরে ত্রিদিব-নিবাসে ?
জনক জননী তব অশ্রুজলে ভাসে !

হায় ক্ষুদ্র বালা সে যে দুদিনের তরে
জীবন-সঙ্গিনী তুমি কোরেছিলে যারে ;
একাকিনী রাখি তা'রে শূন্য ধরাতলে
জীবনের সুখ শান্তি বিনাশি অকালে,
কেন গো নিষ্ঠুর তুমি হইলে এমন ?
কি আশ্বাসে বল বালা বাঁচিবে এখন ?
ভাবিয়ে সে ক্ষুদ্র মুখে ঝরে অশ্রুজল,
আশার নাহিক তা'র কিছুই সম্বল !
জানি না বিধাতা হায় কোন্ কর্ম্ম ফেরে
পাঠাইলা চিরদুঃখ সহিবার তরে !
চির সাথী ছিল সদা কবিতা তোমার,
কত সুখী হ'তে রচি কবিতার হার।
তব কাব্য "লেখা" হায় চির স্মৃতি হ'য়ে,
জাগাইছে শোক-ব্যথা মোদের হৃদয়ে।

ভ্রাতৃজায়া-শোকে

কে তুমি রে দেববালা মোদের সংসারে !
এসেছিলে কিবা আশে দু' দিনের তরে ?
পূরিল না কোন সাধ জীবনে তোমার,
করিয়ে বিষাদে পূর্ণ ছিল ও অন্তর !
বধূরূপে ক্ষুদ্র বালা বরিয়ে তোমারে,
কত আশা কোরে মোরা ল'য়েছিনু ঘরে।

১১২৮ ৳/ ... ১/.../১১

হাসি-ভরা তোর সেই প্রফুল্ল আনন
ভুলিতে না পারি হায়, জাগে অনুক্ষণ।
পতিব্রতা সতী সাধ্বী পতির লাগিয়ে
দিয়েছিলি ক্ষুদ্র হৃদি প্রাণ উপেক্ষিয়ে।
পতিদুঃখে দুঃখী হ'য়ে, পতির চিন্তায়
সোণার প্রতিমা ছিলি বিষাদিনী-প্রায়!
পীড়িত পতির তরে বিষন্ন বদন,
ছল ছল হেরিতাম সজল নয়ন,
পতির সেবায় ছিল কত আকিঞ্চন,
প্রাণপণে করিলি রে সে কার্য্য সাধন!
মামীমা'র পুত্রবধূ তুমি "সুবাসিনী"!
দেখাইলি পতি-ভক্তি প্রাণের ভগিনী।
ভাগ্যবতী হ'লে তুমি মামীমা মতন,
শ্বশুরের কোলে শুয়ে মুদিলে নয়ন।
কিন্তু হায় হতভাগ্য "বিভূতি" আমার!
ভাবিলে তাহার কথা বিদরে অন্তর!
মরুভূমি সম তা'র হ'য়েছে হৃদয়,
এ জনমে কোন লতা জন্মিবে না তা'য়!
পতির দর্শন-আশে বড়ই আশ্বাসে
ফেলিয়াছ সকাতরে শেষ সে নিশ্বাসে।
বুঝিতে পারি না হায়, কিবা কর্ম্মফেরে
অন্তিমে হেরিতে পতি বঞ্চিতা হ'লেরে?
মুহূর্ত্তেক পরে যদি নয়ন মুদিতে,
পূরিত বাসনা বোন্, পতিরে হেরিতে।

অনুতপ্ত পতি তোর ভাসে অশ্রুজলে,
কি দুঃখেতে তা'রে বোন্ কাঁদাইয়ে গেলে ?
রোগে, শোকে, ব্যাকুলিত অন্তর তাহার,
তুমি পতিব্রতা শান্তি দিতে অনিবার।
একেবারে শূন্য করি তাহার হৃদয়,
চ'লে গেলে পুণ্যবতী অমর-আলয়।
ত্রিদিবের ফুল থাক নন্দনে ফুটিয়ে,
সংসার-উদ্যানে হেথা যাবে শুখাইয়ে।

সন্ন্যাসিনী

(কাহিনী)

(১)

অতি-উচ্চ, চারু-শোভা, পর্ব্বত-শিখর,
যোগীর আশ্রয় রূপে রয়েছে কন্দর ;
চারু পর্ব্বত-বাসিনী, অলৌকিক সন্ন্যাসিনী
দেহ আচ্ছাদন করি গৈরিক বসনে,
লুকা'য়েছে রূপরাশি বিভূতি-ভূষণে।

শোভিছে এয়োতি চিহ্ন সিন্দূর সুন্দর,
কোমল মৃণাল-ভুজে শঙ্খ মনোহর,
এলায়িত জটাভার, যেন শোভে ফণী-হার,
যোগিনী-মূরতি কিবা ত্রিশূল-ধারিণী,
ভ্রমি'ছেন চারিদিকে পর্ব্বত-বাসিনী।

অদূরেতে স্রোতস্বতী সুর-তরঙ্গিণী
বহি'ছে আপন মনে কল-নিনাদিনী,
বসি' সোপানেতে বালা, হেরি'ছে লহরী-মালা,
ভাবি'ছে আপন মনে আপন বেদনা,
ঝরি'ছে নয়নে তা'র শোক-অশ্রুকণা।

সদ্য শোকে বালিকার বিবশ হৃদয়,
কেমনে জুড়া'বে জ্বালা ভাবিতেছে হায়!
"ল'বে কি মা অভাগীরে, তব স্নেহ-শান্তি-ক্রোড়ে?
জুড়াইতে নিদারুণ যাতনার ভার,
এসেছি তোমার পাশে, আশ্রিতা তোমার।

পতি, পুত্রে রাখি মাগো এ ঘোর শ্মশানে
কেমনে যাইব ফিরে সে শূন্য ভবনে?
যাব না যাব না ফিরে, ত্যজিব জীবন নীরে।"
উঠিয়ে চলিল বালা কম্পিতা হৃদয়ে
জুড়া'তে শোকের জ্বালা জীবন ত্যজিয়ে!

ধরিলা পশ্চাৎ হ'তে শোকার্ত্তা বালারে,
চমকি' চাহিলা বালা চকিতা অন্তরে,
সম্মুখেতে সন্ন্যাসিনী, হেরি রূপ তেজস্বিনী,
ভাবিল বালিকা মনে, পতিত-পাবনী
আসিলেন শান্তি দিতে স্বরগ-বাসিনী।

কহিলা উচ্ছ্বাসে,—"কে মা, শান্তি মূর্ত্তিমতী!
নহ মা মানবী, তুমি দেবী ভগবতী!

কেন মা ধরিলে মোরে, ছেড়ে দাও তনয়ারে,
ত্যজিব জীবন আজি জাহ্নবীর জলে।”
সহসা মূর্চ্ছিতা বালা পড়িল ভূতলে!

কাতরা হইলা হেরি ছিন্ন পুষ্পহার!
তুলে নিলা দয়াবতী অঙ্কে আপনার;
মুছাইয়া সযতনে, গৈরিক অঞ্চল কোণে,
অচেতন বালিকার বিষণ্ণবদন;
দ্রবিল হৃদয় আহা ঝরিল নয়ন!

যোগিনীর শুশ্রূষায় সচেতন হ’য়ে,
কিছুক্ষণ পরে দেখে নয়ন মেলিয়ে,
সযতনে সন্ন্যাসিনী, রেখেছেন দেহখানি,
সুকোমল স্নেহে ভরা কোলে আপনার।
সে স্নেহে বাড়িল ব্যথা হইল কাতর!

পূর্ব্বশোক পড়ি’ মনে কাঁদিল নীরবে।
গৈরিক অঞ্চলে মুছাইয়ে স্নেহভাবে,
সন্ন্যাসিনী সকাতরে, কহিলা মধুর স্বরে,
“কে মা তুমি কিবা নাম দেহ পরিচয়;
হেরিয়ে এ দশা তব ব্যাকুল হৃদয়।”

উঠিয়ে বসিল বালা অতি ধীরে ধীরে,
আপনার দুঃখ দশা কহিল কাতরে,—
“অভাগী নলিনী আমি, ছিনু ল’য়ে পুত্র স্বামী,

বাঁধিয়ে কুটীর মাগো ; সে পর্ণ-কুটীরে
পাব বুঝি স্বর্গ সুখ ভাবিনু অন্তরে।

ছয় মাসে পুত্র মোরে গেল মা ছাড়িয়ে,
ভুলিলাম পতিস্নেহে সে শোক হৃদয়ে !
পতি-প্রেমে উন্মাদিনী, ছিনু দিবস যামিনী,
হায় রে কঠিন বিধি ! কি কঠিন হিয়া
কাড়িয়ে লইতে পতি হল না কি দয়া ?

বড়ই পাষাণ বিধি নাহিক মমতা
কাটিয়ে সুখের তরু পোড়াইল লতা !
ষোড়শ বরষে মোর, হইল সুখের ভোর,
পতি পুত্রে চিরতরে দিয়ে বিসর্জ্জন,
ভাবিলাম গঙ্গাবক্ষে ত্যজিব জীবন !

কেন মা ধরিলে তুমি, পাষাণ অন্তরে
চিরদিন দুঃখ জ্বালা সহা'বার তরে ?
আর না সহিতে পারি, চারিদিক শূন্য হেরি,
কেহ নাহি এ জগতে চির-অভাগীর,
করিয়ে সান্ত্বনা মুছাইবে অশ্রুনীর !"

নীরব নলিনী আহা, ঝরিছে নয়ন,
যোগিনীর স্নেহবক্ষে লুকায় বদন।
কাঁদিল কাতরে বালা, বুঝিবে কে মর্ম্ম-জ্বালা,
কি শোক-উচ্ছ্বাস বহে হৃদয়ে তাহার !
কহিলা যোগিনী মুছি নয়ন-আসার,—

"আত্মহত্যা মহাপাপ কেন মা করিবে ?
অসহ্য যন্ত্রণানলে আবার জ্বলিবে !
তাই বাধা দিয়ে তোরে, রাখিলাম হৃদে ধোরে,
কোমল লতিকা আহা আশ্রয়-বিহীনা !
দিয়ে প্রেম-বারি তোর ঘুচা'ব যাতনা।

কেন মা অবোধ বালা নিন্দ বিধাতায় ?
নিজ নিজ কর্ম্মফল ভুগিবে নিশ্চয়।
কর্ম্মফল ভুগিবারে, মর্ত্ত্যে জন্ম নরাকারে,
কর্ম্মফল এ ধরায় ভোগা'বে সবারে,
কেন তবে দোষ দাও নির্দ্দোষ বিধিরে ?

চির প্রেমময় সেই জগতের পতি,
অপার তাঁহার দয়া সকলের প্রতি।
মানব মঙ্গল তরে, সৃষ্টি স্থিতি লয় করে'
করিছেন কিবা লীলা বিভু প্রেমময় !
বুঝিল না ভ্রান্ত নর সে লীলা নিচয় !"

উথলিত শোকাবেগে কহিল নলিনী,—
"কাড়ি নিল পতি পুত্র, করি অনাথিনী !
তাহারে কেমনে হায়, ভাবিব মঙ্গলময় ?
ভাসাইয়ে অভাগীরে অকূল পাথারে,
কি মঙ্গল সাধিলেন কহ মা আমারে ?"

"অবশ্য মঙ্গলময় মঙ্গল-নিদান
করিবেন ভবিষ্যতে মঙ্গল বিধান।

অজ্ঞান নলিনী বালা ! কেমনে বুঝিবে লীলা,
বুঝিবে পশ্চাতে মাগো মহিমা তাঁহার ।
এবে শোকে দুঃখে তব ব্যথিতা অন্তর ।

চল মা, আশ্রমে গিয়ে লভিবে বিশ্রাম,
দয়াময় করিবেন পূর্ণ মনস্কাম,
চির শান্তি পা'বে মনে, এ শোক র'বে না প্রাণে,
তখন বুঝিবে মনে অনিত্য সংসার,
শোক দুঃখ এই সব অজ্ঞান আঁধার ।"

"কোথায় আশ্রম তব,"—কহিল নলিনী ।
"ওই যে পর্ব্বত-চূড়া চারু সুশোভিনী,"—
কহিলেন সন্ন্যাসিনী, "আমি পর্ব্বত-বাসিনী,
লভিবে বিমল শান্তি পর্ব্বত-কন্দরে ।"
নলিনী যোগিনী সনে চলিল মন্থরে ।

(২)

পুণ্যময়ী ভাগীরথী শান্তি-নির্ঝরিণী
উপকূলে দাঁড়াইয়া দুটি সন্ন্যাসিনী ;
গৈরিক অঞ্চল ল'য়ে মলয়-অনিলে,
দুলাই'ছে থেকে থেকে মধুর হিল্লোলে ।
অতুলিত রূপরাশি উছলি' ধরায়,
শোভি'ছে কৌমুদী যেন অপূর্ব্ব ছটায় !
কিছু দিন পূর্ব্বে এই জাহ্নবীর তীরে
কাঁদিয়ে নলিনী বালা কতই কাতরে,

ছুটেছিল গঙ্গাবক্ষে উন্মত্ত হৃদয়ে,
জুড়া'তে যাতনা-ভার জীবন ত্যজিয়ে।
নলিনী-হৃদয়ে এবে শান্তি-প্রস্রবিনী !
নহে আর পতি-পুত্র-শোকে উন্মাদিনী।
জ্ঞানময়ী যোগিনীর জ্ঞান-যোগ-বলে।
মুছিয়াছে চিরতরে শোক-অশ্রুজলে।
ভুলিয়াছে দুঃখময় শোকের বারতা,
নাহি আর নলিনীর সংসারে মমতা।
একেবারে টুটিয়াছে সকল বাসনা,
আর এ মায়ার মোহে মোহিত হ'বে না।
করি দূর সন্ন্যাসিনী মোহ-আবরণ,
জ্ঞান, ভক্তি, শান্তি তিনে করিলা স্থাপন !
কহিলেন সন্ন্যাসিনী নলিনী বালাকে,
কেমন মঙ্গলময় বুঝিলে তাঁহাকে ?
শোক দুঃখ না থাকিলে এ লীলা জগতে,
পারিত না কভু নর তাঁহারে চিনিতে।
বিষম পরীক্ষা তরে মানব সংসারে
অবনত পদে পদে শোক-দুঃখ-ভারে।
ভাব মা নলিনী তুমি ভাব মা অন্তরে,
তোমার সে পতি পুত্র, সে পর্ণ কুটীরে ;
সেই সে স্বর্গীয় সুখ ভাবিতে তখন,
সেই সুখে চিরদিন কাটা'বে জীবন।
তখন হয় নি তব ভাবনা অন্তরে—
কা'র দয়া-বলে সুখ পেয়েছ সংসারে !

ভাবিতে না একবার অন্তরে তোমার—
দয়াময় ঈশ্বরের মহিমা অপার !
বিপদে ফেলিয়ে সেই বিপদ-তারণ,
করিছেন পরীক্ষা এ মানবের মন।
শোকে, দুঃখে না পড়িলে অজ্ঞান মানব,
কভু না চিনিতে পারে অনাথ-বান্ধব।
চিরদিন মোহে ভুলে ভাসে সুখনীরে,
কেমনে ভাবিবে সেই পরম আত্মারে ?
তাই সে মঙ্গলময় মঙ্গল ভাবিয়ে,
সৃজিলেন শোক দুঃখ মানব-হৃদয়ে।
চির শান্তিময় পুনঃ শান্তি সুধা দানে,
শোকে শান্তি দেন তিনি মানব-জীবনে।
নলিনী তোমারে আমি বুঝা'ব কি আর ?
নিজ ভাবে বুঝিলে ত পরীক্ষা তাঁহার ?
কালের করাল গ্রাসে পতি পুত্র যবে
গিয়া ভাসাইলা তোমা' শোকের অর্ণবে,
শোকেতে উন্মত্ত হ'য়ে কাতর অন্তরে,
ঝাঁপ দিতে গেলে তুমি জাহ্নবীর নীরে,
কে তখন স্নেহ-বক্ষে করিয়ে ধারণ,
উন্মীলিত করিলেন জ্ঞানের নয়ন ?
তাঁ'র কৃপাবলে আজি এ নব জীবন
লভিয়াছ, চিরশান্তি হৃদয়ে এখন।
অজ্ঞাতে থাকিয়া সেই করুণা-নিদান,
করি'ছেন আমাদের শান্তির বিধান।

ভুল'না কখন তাঁ'রে থাকিতে জীবন,
তাঁহার চরণে কর বাসনা অর্পণ।
লভিবে বিমল শান্তি কৃপায় তাঁহার,
অজ্ঞানতা-অন্ধকার রহিবে না আর।
দাড়াইয়ে এতক্ষণ নীরবে নলিনী
শুনিতেছিলেন সেই জ্ঞানপূর্ণ বাণী।
কাতরা বালিকা সেই মলিনা প্রতিমা,
আজি হেরি সে বদনে স্বর্গীয় সুষমা।
চির-শান্তি বিরাজিত সে মুখ-কমলে,
ভকতি প্রতিমা হেরি ভকতি উথলে।
কহিল নলিনী এবে ভক্তিপূর্ণ প্রাণে,—
নাহি আর শোক দুঃখ অজ্ঞানতা মনে।
তব কৃপা-বলে আজি পূর্ণ শান্তি মম।
এতদিন এ সংসারে ছিনু অন্ধ সম!
শান্তির ত্রিদিব আজি হৃদয় আমার,
নাহি চাই পতি পুত্র অনিত্য সংসার।
জগত-পতির প্রেম দিয়েছ হৃদয়ে,
সেই প্রেমে চিরদিন রেখ' মা ডুবা'য়ে।
জ্ঞানময়ী জননী গো, পূর্ণ জ্ঞানে তব
অনিত্য সুখের চিন্তা ভুলিয়াছি সব।
জগত-জননী তুমি সন্ন্যাসিনী হ'য়ে,
অর্পিলে মা যোগবলে কি শান্তি হৃদয়ে!
জ্ঞান ভক্তি দুটি ওই—নহে সন্ন্যাসিনী!
সম্মুখে বহি'ছে ওই শান্তি-প্রবাহিনী!

বিবিধ কবিতা

হায়রে অদৃষ্ট

হায়রে অদৃষ্ট মম ! কিবা মহাপাপে
জ্বলিতেছি দিবানিশি শোকের সন্তাপে !
একে একে প্রিয়জনে,
বিদায়িনু শূন্য প্রাণে,
এ জীবন শূন্য কোরে ওই মহাশূন্যে,
আলোকি আছেন দেব, দেবসিংহাসনে।

ফুরা'য়েছে চিরতরে স্নেহ ভালবাসা,
হারা'য়েছি এ সংসারে চিরসুখ-আশা !
সব আছে এ ভবনে,
একজন যেন বিনে,
এ সংসার একেবারে হ'য়েছে আঁধার !
শুধুই উঠি'ছে প্রাণে শূন্য হাহাকার।

পূর্ব্ব সুখ শান্তি ফিরে আসিবে কি আর ?
ভাঙ্গিয়াছে সুখরাজ্য স্বপন আমার !
আছে শুধু স্নেহ-স্মৃতি,
অপূর্ব্ব সে দেবমূর্ত্তি,
বিপদে সম্পদে সদা দিতেন সান্ত্বনা।
দুঃখিনী বালিকা বধূ লভি সে করুণা,

ভুলিত এ জীবনের সকল যাতনা।
আর না শুনিব সেই মধুর সান্ত্বনা!
মিশিয়া অনন্ত কোলে,
রাখি শুধু অশ্রুজলে,
মিশাইলা মহাশূন্যে সেই মহাপ্রাণ!
ব্যথিত দরিদ্রে স্নেহ কে করিবে দান?

কত দয়া মায়া ছিল সে দেব-অন্তরে!
কন্যাসম করিতেন স্নেহ দুঃখিনীরে।
হায় রে অদৃষ্ট মোর,
হইল স্বপন ভোর,
চিরতরে অন্ধকারে ঢাকিয়া জীবন,
চির অস্তমিত হায় সুখের তপন!

আয় ফিরে আয়

আয় ফিরে আয় কোলে "পুলিনবিহারী"
জুড়াইব আঁখি বৎস ও মুখ নেহারি।
ত্যজি কম কলেবর,
আছ কোন্ দূরান্তর?
চির তরে শূন্য করি জননী-জীবন,
বাঁধিয়াছ কোথা পুনঃ সুখ-বাসস্থান?

ত্রিদিবের দেবছবি এ মর ধরায় !
চিরদিন কভু হায় শোভা নাহি পায় ।
তাই দু'দিনের তরে,
ভাসাইয়ে আঁখিনীরে,
চলে' গেলি কাঁদাইয়ে মোদের অন্তর !
আয় ফিরে যাদুমণি আয় রে আবার ।

বহুদিন হেরি নাই ও চারুবদন,
শুনি নাই সুধামুখে মধুর বচন,
একবার এস ফিরে
সেই শিশু-রূপ ধ'রে ;
অভাগিনী কাকীমার শূন্যকোলে এসে,
কাকীমা বলিয়ে ডাক সুমধুর ভাষে ।

কতই হইবে শোভা চা'র ভাই মিলে,
বোস যদি একবার জননীর কোলে,
জুড়া'তে যাতনা তাঁ'র ;
মুছিবেন অশ্রুধার,
হাসিভরা সুধামুখ করিয়া চুম্বন ।
শীতল হইবে তব জননী-জীবন ।

কল্পিত এ আশা মম ফলিবে কি হায় ?
জানিনা স্নেহের ফুল ফুটেছে কোথায় !
ত্রিদিবের দেবপুরে,
কোন্ মন্দাকিনী তীরে,

সুরভিত সে নন্দন সৌরভে তাহার ;
স্বরগে সুষমা রাশি ঝরে অনিবার।

স্মৃতিটুকু তা'র

বিসর্জ্জি' কোলের শিশু ভীষণ শ্মশানে,
কাঁদি'ছে জননী তা'র আকুল নয়নে।
দশমাস গর্ভে ধরি,
পালিল যতন করি,
হাসিত খেলিত শিশু কোলেতে তাহার,
পুলকে পূর্ণিত হ'ত জননী-অন্তর

এবে সেই শিশু হায় ছাড়িয়ে তাহারে,
কোথায় চলিয়ে গেল অজ্ঞাত আগারে !
আর না হেরিবে হাসি,
সে মুখে সৌন্দর্য্যরাশি,
মা বলিয়ে আধভাষে ডাকিবে না আর !
মাতৃবক্ষে জ্বলে শুধু "স্মৃতিটুকু তা'র।"

কি সুন্দর নবনীত কোমল পুতুল !
জননী-নয়নে ছিল সে রূপ অতুল।
ভাবিত জননী মনে,
বিধি বুঝি নিরজনে,
সৃজিয়া এ অনুপম স্নেহের রতনে,
সাজাইয়া দিলা তা'রে ত্রিদিব-ভূষণে।

সরলতা মাখা ছিল সুন্দর বদনে,
দ্বেষ হিংসা আত্ম পর কভু নাহি জানে
খেলিয়ে স্বর্গীয় খেলা,
ফুরাইল জীবলীলা !
ধরণীর অপবিত্র ভাব পরশিয়ে,
ত্রিদিব-কুসুম ওই পড়িল ঝরিয়ে !

শূন্য গৃহে আছে পড়ে’ বসন ভূষণ,
তা’ই হেরি জননীর ঝরি’ছে নয়ন,
জ্বলিতেছে প্রাণমন,
কোথা সেই প্রাণধন !
কোথায় সুন্দর ছবি নাহি দেখি আর !
মাতৃবক্ষে জ্বলে শুধু “স্মৃতিটুকু তা’র।”

শ্মশানঘাট

একদিন মহাযোগে ফল্গুনদী তীরে
উপনীত হইলাম স্নান করিবারে।
সে মহাশ্মশান-ঘাটে, শোক-চিত্র হৃদি পটে
হয়েছে অঙ্কিত হায় ভুলিব কেমনে ?
এখন’ শিহরে কায় ! ভাবি যবে মনে।

কিছুদিন আগে জ্বলেছিল তিন চিতা,
সেই চিতা এবে হায় চির-ভস্মীভূতা।

এক চিতা প'রে মাতা, অন্য চিতা পাশে পিতা,
বালিকা ভগিনী মধ্যে র'য়েছে নিদ্রিতা !
দেখিয়ে সে শোক-চিত্র হ'য়েছি ব্যথিতা।

শ্মশানের চিতা দেখি নিবেছে এখন,
মম হৃদি-চিতা হায় নিবিবে কখন ?
এ জীবনে এই চিতা, হ'বেনা কি নির্ব্বাপিতা ?
জ্বলিবে এরূপে কি গো দিবস যামিনী ?
কতদিন র'বে হায় ! এ পোড়া পরাণী ?

ধন্য মা বসুধা দেবী কি ধৈর্য্য অপার !
জ্বলিতেছে লক্ষ চিতা হৃদয়ে তোমার !
তুমি মাগো ধৈর্য্যময়ী, তব দশা দেখে ওই,
ঝরিয়াছে দুঃখিনীর শোকাশ্রু নয়নে !
কেন আসিলাম হায় এ মহাশ্মশানে !

কোন শিশুর প্রতি

কেন শিশু তোরে দেখি ভাসি অশ্রুজলে ?
পূর্ব্ব স্মৃতি পড়ে মনে,
তাই চাহি তোর পানে,
তোর মত ক্ষুদ্র শিশু ছিল মম কোলে।

মা, মা, বলে' ডাকিত সে আধ আধ ভাষে ;
লুকায়ে অঞ্চল-তলে,

কত লুকোচুরি খেলে,
বাড়াইত দুঃখিনীর আনন্দ-উল্লাসে।

হেরিয়ে শিশুর মুখে সুমধুর হাসি,
পুলকে পূরিত মন,
হ'ত আনন্দে মগন,
ভুলিতাম সংসারের দুঃখ-শোকরাশি।

সে আজি কোথায় আছে আমারে ছাড়িয়ে ?
কাড়িয়ে লইল তা'রে,
ভাসাইয়ে আঁখিনীরে,
নিঠুর জনক তার নিৰ্ম্মম হৃদয়ে।

কাড়িয়া লইল তা'রে মম কোল হ'তে !
হায় বহুদুঃখ স'য়ে,
রাখিয়ে মম হৃদয়ে,
পালিলাম এত যত্নে এ দুঃখ সহিতে !

কেন রে অবোধ শিশু বাঁধিলি আমায়,—
মা, মা, বলে' মায়াডোরে,
পুত্রহীন দুঃখিনীরে ?
সন্তপ্ত এ দগ্ধ প্রাণ হৃদি শূন্যময় !

উন্মাদিনী সম হায় নীরব নির্জ্জনে
চাহি আকাশের পানে,
তোর স্মৃতি জাগে মনে,
ভাবি মনে তোর সেই সুন্দর আননে।

কেমনে ভুলিব তোরে ভাবি তাই মনে ?
হেরিয়ে কৌমুদী রাশি,
মনে পড়ে তোর হাসি,
অমনি যে অশ্রুজল বহে এ নয়নে !

শিশুহাসিখেলা

কি সুধা মাখান হাসি শিশুর বদনে রে !
কচি মুখে মৃদু হাসি,
ছড়ায় অমিয় রাশি,
পুলকে পূর্ণিত করে মানব-অন্তর রে !

মানবের দুঃখরাশি করিতে হরণ রে !
সমুদ্র মন্থন করি,
সেই সুধা করি চুরি,
অর্পিলেন নারায়ণ শিশুর বদনে রে !

মোহিত জগত-মন শিশু হাসি দেখি রে !
স্বর্গীয় সুধার ধারা,
সরল সৌন্দর্য্যে ভরা,
সৃজিল বিধাতা একি অনুপম হাসি রে !

কি সুধা মাখান হাসি শিশুর বদনে রে ?
লহর তুলিয়ে হেসে,
হামা দিয়ে ছুটে এসে,
বসিলে মায়ের কোলে কত শোভা হয় রে !

কোমল সে হাত দুটি তুলিয়ে যখন রে,
ধরিয়ে মায়ের গলা,
খেলিবে কতই খেলা,
আধ ভাষে কত হাসি ঝরিবে তখন রে !

ধরে যে স্বরগ-শোভা শিশু হাসি খেলা রে !
যেন এ ত্রিদিব ফুল,
নাহি কোন সমতুল,
যতদিন শৈশবের সুখ-দিন আছে রে !

স্বর্গশোভা কেহ যদি দেখিবারে চাও রে,
শিশু হাসি খেলা তবে,
এক মনে দেখ সবে,
দেখিলে স্বরগ-শোভা হইবে বিস্মিত রে !

দেবতা-আদর্শ এই শিশুর জীবন রে।
সকলে আপন তা'র,
নাহি কোন্ আত্ম পর,
হিংসা দ্বেষ ভেদাভেদ নাহি তা'র মনে রে !

নন্দনের পারিজাত মানবীর কোলে রে !
এ সৌরভ সুনির্ম্মল,
স্নেহে করে ঢল ঢল,
বিমুগ্ধ করিতে বুঝি মানবের মন রে।

সৃজিলা বিধাতা তাই শিশু হাসি-খেলা রে !
নতুবা এ সুষমায়,

কেহ কি দেখিতে পায় ?
নন্দনের পারিজাত মানবীর কোলে রে !

শিশু হাসি খেলা আমি বড় ভালবাসি রে।
দেখি শিশু-সরলতা,
ভুলে যাই সব ব্যথা,
শিশু হাসি খেলা দেখি বিমোহিত হই রে !

বালিকার বৈধব্য

নারায়ণ একি তব লীলা লীলাময় !
বালিকার সুখ সাধ সকলি ফুরায় !
এখন' জানে না বালা সংসার কেমন,
কিরূপে কাটা'তে হয় বৈধব্য-জীবন।
বল হায় কোন্ পাপে ক্ষুদ্র বালিকারে
কঠিন পরীক্ষা এবে করিছ তাহারে ?
ফুটিবার পূর্ব্বে আহা এ নব মুকুলে
জনমের মত তা'রে কেন হে শুখা'লে ?
বালিকার জীবনের ভাবি পরিণাম,
হয় মনে দয়াময় তুমি নিরমম।
পতির চিতায় তা'র সব সুখ-আশা,
বিসর্জ্জিল চিরতরে, পতি-ভালবাসা ;
সীমন্ত-সিন্দূর মুছি' ত্যজি আভরণ,
কাঙ্গালিনী বেশে আহা বালিকা এখন !

ছিন্ন লতিকার ন্যায় র'য়েছে পড়িয়ে।
অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তা'র রহিল হৃদয়ে!
কে দিবে সান্ত্বনা হায় দুঃখিনী বালারে?
সান্ত্বনিতে কেহ নাহি দেখি এ সংসারে।
একমাত্র জানি দেব তুমি শান্তিময়,
তোমার কৃপায় শান্তি লভিবে নিশ্চয়।
সর্ব্ব কর্ম্মে তুমি, তুমি-ময় এ সংসার,
শোক দুঃখ সব হয় ইচ্ছায় তোমার।
কালরূপ ধরি তুমি কাড়িলে পতিরে,
নিত্যানন্দ রূপে পুনঃ শান্তি দিবে তা'রে।
বিচিত্র তোমার লীলা অপূর্ব্ব এ ভবে,
কর্ম্ম করি কর্ম্ম-ক্ষয় করাও মানবে!
তাই বুঝি দুঃখ দিয়ে দুঃখেরে নাশিছ,
পোড়া'য়ে অনলে স্বর্ণ সুবর্ণ কষিছ?
স্থূল পতি-প্রেম তা'র বুঝা'বার তরে
রাখিয়াছ বালিকার পতি বহুদূরে?
আপনি সম্মুখে তার সূক্ষ্ম পতি হ'য়ে,
দাও বালিকারে তব প্রেম বিলাইয়ে?
লভিয়ে বালিকা তব অপার করুণা,
অনিত্য এ সুখ ভাবি ভুলিবে যাতনা।
লীলাময় তব লীলা বুঝিব কেমনে?
এখন' র'য়েছে পূর্ণ অজ্ঞানতা মনে।
তাই বালিকার দুঃখে কাঁদিছে হৃদয়,
বুঝিতে না পারি তব মঙ্গল ইচ্ছায়।

প্রকৃতির শোভা

শোভার ভাণ্ডার খুলি, প্রকৃতি সুন্দরী,
কে সাজা'ল সযতনে ও রূপ-মাধুরী?
যেথানে যা' শোভা পায়,
সাজাইলা সে শোভায়,
দেখি তব শোভা-চিত্র, ভাবি চিত্রকরে,
না জানি সে চিত্রকর কত শোভা ধরে!

সেজেছ প্রকৃতি রাণী অপূর্ব্ব শোভায়,
নব দূর্ব্বাদল গুলি শোভিয়াছে তায়;
ঝরিবে নীহার যবে,
আর' কত শোভা হবে!
মুকুতার সম যেন রহিবে ফুটিয়া,
দেখিবে মানবগণ নয়ন ভরিয়া!

সুরম্য উদ্যানে ফুটি কুসুম নিচয়,
প্রকৃতির শোভা তরে সৌরভ বিলায়;
গোলাপ চামেলি বেলি,
আনন্দে পড়িছে হেলি,
তব বক্ষে অনুপম শোভা পরকাশি;
হেরিতে সৌন্দর্য্য তব বড় ভালবাসি।

উদিয়া চন্দ্রমা যবে নীলিম গগনে,
ঢালিবে সুধাংশু-রাশি কৌমুদী-কিরণে,

গাঁথিয়ে তারকামালা,
যতনে অম্বর-বালা,
আসিবেন শোভাময়ী সাজা'তে তোমারে,
হইবে অপূর্ব্ব শোভা তারকার হারে।

বসন্তে নূতন সাজে সাজিবে যখন,
কোকিল মধুর কণ্ঠে গাহিয়া তখন,
তব শোভা-পরিচয়
জানা'বে জগত-ময়,
আসিবে পাগল মন ছুটিয়া তখন,
বসন্তে নূতন সাজে সাজিবে যখন।

প্রকৃতি তোমার শোভা করি দরশন,
ভোলে সব দুঃখরাশি এ উন্মাদ মন ;
বিস্ময় বিমুগ্ধ প্রাণে,
চেয়ে থাকে তব পানে,
যেন কোন মহাচিত্র আঁকিয়ে হৃদয়ে,
তা'র ধ্যানে মগ্ন থাকে সমাধিস্থ হ'য়ে।

বিশ্ব-রচয়িতা মূর্ত্তি ভাবে সে অন্তরে,
পুলকেতে ভক্তিপূর্ণ অশ্রুবারি ঝরে!
প্রকৃতি তোমার শোভা
অপূর্ব্ব যে মন-লোভা,
জানিনা প্রকৃতি তোর কত শোভা হায়!
ভুলে যাই আপনারে মিশাইয়ে তা'য়।

শোভার ভাণ্ডার খুলি প্রকৃতি সুন্দরী,
কে সাজা'ল সযতনে ও রূপ-মাধুরী ?
যেখানে যা' শোভা পায়,
সাজাইলা সে শোভায়,
দেখি তব শোভা-চিত্র, ভাবি চিত্রকরে,
না জানি সে চিত্রকর কত শোভা ধরে !

ফুলরাণী

তুই লো সুখিনী, ওলো ফুলরাণী,
দেখি জগত-মাঝারে।
ও সুবাস-বাসে, কে না ভালবাসে,
সবে লো আদরে তোরে।
কিবা পুণ্যবলে, ফুটি ধরাতলে,
শোভিছ দেব-চরণে।
তুলিয়ে যতনে, কুসুম রতনে,
পূজা করি সযতনে।
মাতৃপদে জবা, কত হয় শোভা,
বাড়ায় আনন্দ রাশি।
কি আনন্দ মনে জাগে ভক্তি প্রাণে !
তাই এত ভালবাসি।
কুসুম তোমারে, ভাবি লো আদরে
ভুবনমোহিনী তোরে,
তুই লো সুখিনী ওলো ফুলরাণী,
দেখি জগত-মাঝারে !

কেন রে অবোধ শিশু

কেন রে অবোধ শিশু, বনের পাখীরে
রেখেছ ধরিয়ে হায় লোহার পিঞ্জরে ?
স্বাধীনতা-হীনভাবে
র'য়েছে যে ও নীরবে,
বুঝ'না অন্তরে পাখী কি বেদনা সহি'ছে ?
পরাধীন যন্ত্রণায় অন্তর দহি'ছে।

ভাবি'ছে বনের স্মৃতি, স্বাধীন জীবন,
ইচ্ছা মত চারিদিকে করিত ভ্রমণ ;
বনের সুমিষ্ট ফল,
নদীর নির্ম্মল জল,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সদা হায় নাশিত তাহার,
পরাধীন দুঃখে এবে ব্যথিত অন্তর।

শৈশব জীবন

কোথায় সুখের সেই শৈশব-জীবন ?
অতীতের সুখ-স্মৃতি হায়রে এখন !
আর কি সে সুখ-দিন আসিবে ফিরিয়ে ?
গিয়াছে সে দিন চলি' হাসিয়ে খেলিয়ে।

জননীর স্নেহ-কোলে ছিলাম সুখেতে,
ভ্রাতা, ভগ্নীগণ সবে মিলি আনন্দেতে।
খেলেছি কতই খেলা সুখে অবিরত।
এখন সে সব হায়, স্বপনের মত
গিয়াছে মিশা'য়ে কোথা! ভাবি নাই মনে,
রহিয়াছে শোক দুঃখ ভবিষ্য জীবনে!

জ্ঞানালোক

শোকে রোগে দুঃখে জীর্ণ অভাগী জীবন!
বিষাদ-তিমিরাবৃত এ হৃদি তখন!
নিরাশা মেঘেতে ঢাকা আশার চন্দ্রমা!
ভাবি নাই এ জীবনে পাব কোন সীমা!
সকলি আঁধার হেরি শূন্য এ সংসার;
আঁধারে কেমনে হ'বে আলোক-সঞ্চার?
এই ভাবি নিশিদিন আকুলিত মন,
শুধু অশ্রুনীরে হায় ভাসিত নয়ন।
শান্তিহীন দুঃখময় এ মরু অন্তর
লক্ষ্যহীন হ'য়ে সদা করে হাহাকার।
কিবা লক্ষ্য ধরি' মম এ জীবন-তরি,
ভাসা'ব সংসার-স্রোতে দুঃখেরে পাশরি?
নাহি কোন শান্তি হায়, সব শূন্যময়!
কি সুখ-আশায় র'ব শূন্য এ ধরায়?

যাঁহাদের মুখ চাহি নির্ভয় অন্তরে,
ছিলাম দাঁড়া'য়ে দুঃখময় এ সংসারে,
একেবারে গেলা তাঁ'রা ছিঁড়ি মায়া-ডোর,
চিরতরে করি' মোর সুখ-স্বপ্ন ভোর !
লক্ষ্যহীন এই মন পথ-ভ্রান্ত হ'য়ে,
কেমনে কিরূপে যা'বে শান্তির আলয়ে ?
দুঃখের জীবন-ভার বহিতে পারি না,
জানি না কোথায় গেলে জুড়া'বে যাতনা ?
সহসা দেখি যে হৃদে আলোক-সঞ্চার !
চমকিতা হ'য়ে আমি চাহি বার বার !
সহসা কে-যেন এসে "জ্ঞানালোক" ল'য়ে,
দেখা'লেন শান্তি সুখ অশান্ত হৃদয়ে !
"গুরুদেব" ! দয়াময় কৃপায় তোমার
ঘুচিয়াছে সংসারের অজ্ঞান আঁধার !
বুঝাইলে উপদেশে অনিত্য সংসার,
একমাত্র "আত্মজ্ঞান" শান্তির আধার ।

বাসনা নিবেদন

শ্রী চরণ একমাত্র ভরসা আমার ।
শ্রী নিবাস রূপে থাক আলোকি' অন্তর ।
গু ণাতীত ব্রহ্ম তুমি জানি হে নিশ্চয় ।
রু কারেতে পাব আমি তব পদাশ্রয় ।

দে   খ' যেন দয়াময় না হই বঞ্চিতা।
ব   র্ণিব কেমনে আমি দুঃখের বারতা ?
প   রিত্রাণ পা'ব আমি তব কৃপাবলে।
দে   হ ও চরণ-পদ্ম হৃদয়-কমলে।
সু   দৃঢ়া বিশুদ্ধা ভক্তি রেখ' এ হৃদয়ে ;
শী   তল হইব তবে জ্বালা জুড়াইয়ে।
লা   ঘব হউক এই সংসারের তাপ।
র   হিলে ধ্যানেতে তব, ঘুচে মোহ পাপ।
বা   রবার জানা'তেছি বেদনা তোমারে।
স   তত বাসনা মম পূর্ণিত অন্তরে।
না   রায়ণ রূপে তুমি শ্রীগুরু আমার
নি   র্বাসনা কর দেব আমার অন্তর।
বে   দের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়,
দ   য়াময় তব বাক্য পূরিবে নিশ্চয়।
ন   হিলে বা কি আশ্বাসে রাখিব জীবন ?
গুরু-পাদ-পদ্ম মম ভরসা এখন।

কেমনে হইবে বাসনা ছেদন

দেখিতে এসেছি, দেখা দিতে মা আসিনি,
দেখিয়ে যাইব রাঙ্গা চরণ দু'খানি।
বাসনা-কুসুম তুলি',   দিয়ে যা'ব পুষ্পাঞ্জলি,
কি আছে আমার আর, কি দিব তোমারে ?
বাসনা লইয়ে শুধু আছি এ সংসারে।

তোমার প্রদত্ত এই অপার বাসনা,
কেমনে করিব তা'র স্বরূপ ধারণা ?
বসি যদি তব ধ্যানে, নিঃসঙ্গ নির্জ্জন স্থানে,
অমনি বাসনা আসি হয় মা, উদয়।
মন হ'তে তব চিন্তা তখনি ভুলায়।

কি রূপে কাটিব এই বাসনা-শৃঙ্খল ?
কেমনে দুর্ব্বল হৃদে উপজিবে বল ?
শোক, দুঃখ, সুখ, আশা, জ্ঞান, প্রেম, ভালবাসা,
এ সকলে গাঁথা আছে মানব-জীবন !
কেমনে হইবে হায় বাসনা-ছেদন ?

অন্নপূর্ণা

এস মা আনন্দময়ী, অন্নপূর্ণা রূপে অয়ি,
এলে যদি কৃপা ক'রে ভকত-ভবনে,
থাক মাগো চিরদিন, জানি তুমি ভক্তাধীন,
ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ কর কতই বিধানে !
কে বুঝিবে তব লীলা, আমি যে অজ্ঞানা বালা,
কেমনে বুঝিব তব মহিমা অপার ?
এ তাপিতা তনয়ায়, দিয়েছ মা পদাশ্রয়,
লভেছি হৃদয়ে শান্তি কৃপায় তোমার।

রেখ’ মাগো ও চরণে, তব পুত্র, কন্যাগণে,
তুমি না রাখিলে মাগো কে রাখিবে আর ?
বরষে বরষে এসে, পূরাইও অভিলাষে ;
তোমা বিনে কে মুছিবে নয়ন-আসার ?

আগমনী

জয়, জয়, জয়, জয় মা তোমার !
তব জয় ধ্বনি, চারিদিকে শুনি,
উল্লসিত মম ব্যথিত অন্তর।
বরষের পরে, এ বঙ্গের ঘরে,
এসেছ মা তুমি দয়া প্রকাশিয়ে।
কাতর সন্তান, সদা শুষ্ক প্রাণ,
লভিবে সান্ত্বনা চরণ হেরিয়ে।
এই সুখ ধ্যানে, ভারতের প্রাণে
আনন্দে ভরিয়ে বরষ ফিরিল।
তব আগমনে, আগমনী-গানে,
ভারত-সন্তান আনন্দে জাগিল।
সাজি’ছে ধরণী, চাঁদিমা রজনী,
বিলাইছে হাসি কৌমুদী-ছটায়।
সুললিত তানে, পাপিয়ার গানে,
ভরে জয়রবে দিক্ সমুদায়।

ফুটি ফুলরাণী, সঁপি দেহ খানি,
লভে নিরবাণ, ও চরণ-গুণে।
চন্দ্রমা তাহার, তারকার হার,
এনেছে মা তব অর্পিতে চরণে।
সুগন্ধ ভরিয়ে, মধুর মলয়ে,
ঢালে ভক্তি-সুধা জগতের প্রাণে।
যা'র যাহা আছে, সে তাহা আনি'ছে,
জননী-চরণ পূজিবার তরে।
কিন্তু মা কেবল, মুছি' অশ্রু জল,
দুঃখিনী তনয়া ভাবি'ছে অন্তরে।
কিছুই ত নাই, কোথা কিবা পাই,
পূজিতে মা তব ও রাঙ্গা চরণ ?
শুধু মন ল'য়ে, সংসারে ভ্রমিয়ে,
বাসনায় ডুবে আছি সর্ব্বক্ষণ।
করিয়ে করুণা, লও মা বাসনা,
বাসনায় প্রাণ হ'য়েছে চঞ্চল !
পা'ব ভক্তি-বলে, বাসনা ত্যজিলে,
ও চরণ মনে, হইবে সম্বল।
কিছু নাহি চাই, ভক্তি যেন পাই,
শুদ্ধা ভক্তি মনে রেখ' মা আমার।
পাইলে ভকতি, হবে মা শকতি,
পূজিতে সদাই চরণ তোমার ॥

বিজয়া

নবমীর নিশীথিনী পোহা'ওনা আর ;
তুমি গেলে উমা যা'বে করিয়ে আঁধার।
অস্তমিত হ'লে শশী
আসিবে তিমির-রাশি,
সুখের আলোক হায় করিয়ে নির্ব্বাণ,
যা'বেন জননী চলি' আঁধারি' ভবন।

তিন দিন মাতৃমুখ করি' নিরীক্ষণ,
জুড়াইয়েছিনু সবে সন্তপ্ত জীবন।
বিধি বাদী তাহে হায়,
সে সুখ ফুরা'য়ে যায়!
যে প্রতিমা সযতনে স্থাপিয়ে ভবনে,
পূজিলেন বঙ্গবাসী ভক্তিপূর্ণ মনে,

সে প্রতিমা বিসর্জ্জিয়ে বিজয়ার দিনে,
কাঁদিবে এ বঙ্গ হায় আকুল নয়নে।
তাই বলি বারে বারে,
শশী তোমা সকাতরে,
যেও না আঁধারে ঢাকি' হৃদয় মোদের।
বিসর্জ্জিতে প্রতিমায় কাঁদি'ছে অন্তর!

ভাবিতে বিজয়া দিন কেঁদে উঠে প্রাণ!
হইবে আনন্দ সব বিষাদে মগন।

নবমী হইলে ভোর,
বিষাদ-তিমির ঘোর
ঢাকিবে এ বঙ্গে হায় বরষের তরে,
ভাসা'য়ে প্রতিমা র'বে পুনঃ আশা ক'রে।

জগন্নাথ

জগন্নাথ রূপে ওহে জগতের পতি!
পুণ্যময় পুরীক্ষেত্রে করিলা বসতি।
কত লীলা লীলাময় করিছ প্রকাশ।
ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি হ'তেছে বিকাশ!
আর্য্য অনার্য্যের সনে করিয়ে মিলন,
পূর্ণ ব্রহ্ম রূপে কর শান্তির স্থাপন।
আর্য্য অনার্য্যের তুমি পূর্ণব্রহ্ম হরি।
ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত কৃপায় তোমারি।
সত্ত্ব, রজ, তম, তুমি ত্রিগুণ-আধার।
সেই সে ত্রিগুণে নাথ পালি'ছ সংসার।
জ্ঞান, বল, ভক্তি রূপে হ'লে প্রকাশিত,
জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা সহিত।
বসে' আছ দয়াময় সুবর্ণ বেদিতে।
উথলে ভক্তির স্রোত ভক্ত হৃদয়েতে।
পবিত্র শ্রীক্ষেত্রে প্রভু হইয়ে উদয়,
ভেদ-জ্ঞান তিরোহিত কি আশ্চর্য্যময়!

জাতিভেদ মানামান নাহিক হেথায়,
ভক্তিতে হেরি'ছে সবে পূর্ণব্রহ্ম-ময় !
সর্ব্বতীর্থ ভ্রমি' নর বাসনার বশে,
পূর্ণ শান্তি পায় আসি' এই পুণ্য দেশে ।
মানবের দুঃখে সদা ব্যাকুল হৃদয়,
সে দুঃখ নাশিতে বুঝি ওহে দয়াময়,
স্থাপিয়াছ স্বর্গ-রাজ্য শান্তির আধার ।
জগন্নাথ ক্ষেত্র হয় সর্ব্বতীর্থ-সার ।
কাঙ্গালের হরি তুমি কাঙ্গালের সনে
ভুঞ্জিতেছ কত সুখ মধুর মিলনে ।
করিয়াছ অন্নক্ষেত্র দীন দুঃখী তরে,
তাই হেথা অন্ন-চিন্তা কেহ নাহি করে ।
অপার তোমার দয়া বুঝিতে না পারি ।
করিতেছ কত দয়া, লীলাময় হরি !
অনন্ত তুমি যে নাথ অন্ত নাহি পাই,
ক্ষুদ্র হৃদে অনন্তে যে ধরিবারে চাই !
কি মহান্ আশা হায় বুঝিতে না পারি !
তুমি যদি দয়া কোরে দাও পদতরি,
এ ভব-সাগর তবে হ'তে পারি পার ।
দয়া করি' হও তুমি কাণ্ডারী আমার ।

মহাকালী

জয়, জয় মহাকালী নৃমুণ্ড-মালিনী !
শব 'পরে চতুর্ভুজা শক্তি-স্বরূপিণী !
ঈশান-হৃদয় 'পরে তুমি গো ঈশানী,
বিরাজিত একি মাগো হ'য়ে উলঙ্গিনী !
তোমার স্বরূপ মাগো বুঝিতে না পারি,
হৃদয়ে উদয় নানা ভাবের লহরী !
পুরুষ-হৃদয় মাঝে শকতি-রূপিণী,
আবির্ভূতা হ'লি মাগো দানব-দলনী ?
মানবের ষড়রিপু দানবের বেশে
মানবের হৃদয়ের সত্ত্ব গুণ নাশে ;
তাই কি এলি মা, জীব রূপে, শিব 'পরে ?
রণেতে-রণরঙ্গিনী বরাভয় করে ?
জীবের হৃদয়ে 'ওমা শান্তি প্রদানিতে,
ষড়রিপু-রূপী বুঝি দানবে দমিতে,
তাই হ'লি আবির্ভূতা কালী ভয়ঙ্করা ?
উগ্রচণ্ডা রূপ হেরি কাঁপে বসুন্ধরা !
অভয়া রূপেতে পুনঃ অভয় করেতে
শান্তি প্রদানিছ মাগো ভক্ত হৃদয়েতে !
কত রূপে লীলাময়ী, লীলা প্রকাশিছ।
অজ্ঞান করিয়ে দূর জ্ঞান প্রদানিছ।
অজ্ঞান আমি যে মাগো পারি কি বুঝিতে ?
এস মাগো হৃদি মাঝে অজ্ঞান নাশিতে।

মম হৃদে মায়া মোহ কর’ মা ছেদন,
ভরসা করিয়ে আছি ও রাঙ্গা চরণ।

স্বপ্নময়ী

কে তুমি লো স্বপ্নময়ী স্বপ্নে দেখা দিলে ?
ক্ষণেকের তরে পুনঃ কোথা লুকাইলে ?
যেন কোন মন্ত্র-বলে,
স্বর্গপুরে ল’য়ে গেলে,
দেখা’লে স্বরগে কত অপূর্ব্ব শোভন !
যা’তে বিমোহিত চিত হ’য়েছে এখন !

আর কি লো স্বপ্নময়ী দেখা’বে আবার
সে সুখের শান্তিময় ত্রিদিব-আগার ?
ফেলিয়ে ধরণী-তলে,
কেন হায় গেলে চলে’ ?
দুরাশায় বিমোহিত করিয়ে আমায়,
হায়রে স্বপন-ময়ী লুকা’লে কোথায় ?

ভাঙ্গি’ ঘুম-ঘোর ছুটে স্বপনের নেশা,
বাড়াইল শুষ্ক কণ্ঠে দারুণ পিপাসা।
আর কি আসিবে ফিরে
মিটাইতে পিপাসারে ?
আসিবে কি স্বপ্নময়ী ফিরিয়ে আবার ?
চিত্রিবে সে সুখ-স্বপ্ন নয়নে আমার ?

দেখা'লে স্বপনে মোরে যেন তপোবনে
মহাযোগে যোগী-মূর্ত্তি বসি' যোগাসনে !
সুন্দর প্রতিভা-ময়,
সে মূরতি জ্ঞান হয়।
অবিচল নিরমল যোগামৃত পানে
সংসারের মলিনতা নাহি সে বদনে।

দেখিয়ে এ দেব মূর্ত্তি যেন মনে হয়,
মম গুরুদেব এই সে করুণাময়।
জানিনা আছেন কোথা ?
সদা মনে পাই ব্যথা,
বহুদিন হেরি নাই শ্রীগুরু-চরণ।
পূরা'লে স্বপন-ময়ী বাসনা এখন।

ভক্তিভরে প্রণিপাত করি সে চরণে,
রহিনু চাহিয়ে হায় আকুল নয়নে।
ধীরে আঁখি উন্মীলিয়ে,
করুণা-নয়নে চেয়ে,
দেখিলেন দুঃখিনীর বিষণ্ণ বদন ;
শুনিলাম স্পষ্টাক্ষরে মধুর বচন ;—

"দিয়াছি মা যেই দীক্ষা, সেই দীক্ষা-গুণে
রহিবে না কভু আর অজ্ঞানতা মনে।
কেন মা বিষণ্ণ মুখ,
পেয়েছ ত শান্তি সুখ,

বাসনায় গুরু-পদে করি সমর্পণ।
লভিবে আনন্দ চিত্তে সদা সর্ব্বক্ষণ।"

আশার উৎসাহে মন পুলকিত হ'য়ে,
কহিলাম সকাতরে সেই দয়াময়ে ;—
"তোমার কৃপায় পিতা,
ভুলেছি সকল ব্যথা,
সুখ-দুঃখ শূন্য এবে এ মর সংসার।
তব কৃপা-বলে মম ঘুচেছে আঁধার।

কিন্তু দেব দয়াময় কৃপা করি' বল,
কেমনে চঞ্চল চিত্ত হইবে অচল ?
জানিনা কিরূপ ভাবে,
মম মন স্থির হ'বে ;
দেখা দিলে দয়াময় যদি কৃপা ক'রে,
বলে' দাও একবার সেই পথ মোরে ?"

কি আশ্চর্য্য স্বপ্নময়ী তোমার কৃপায়
চিত্ত স্থির হইবার লভিনু উপায় !
বলিলেন গুরু দেব,
"কর এই ক্রিয়া সব,
হ'বে চিত্ত স্থির তব পূরিবে বাসনা,
এ চঞ্চল মনে দুঃখ সহিতে হবে না।"

ধন্য তুমি স্বপ্নময়ী ধন্যবাদ দিই,
দেখা'লে অদ্ভুত ক্রিয়া স্বপনেতে এই !

ছিলা কোন্ দূরান্তরে,
নিকটে আনিয়ে তাঁ'রে,
শিখাইলে কি অপূর্ব্ব যোগক্রিয়া মোরে
কৃতজ্ঞতা-পাশে বাঁধা র'ব চিরতরে !

সহসা স্বপন আলো নিবাইয়ে হায়,
অচিরে স্বপনময়ী লুকা'লে কোথায় ?
ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর,
হইল স্বপন ভোর।
স্বপনের স্মৃতি মোর রাখিয়ে অন্তরে,
চলে' গেলে স্বপ্নময়ী কোন্ দূরান্তরে ?

চিরস্থায়ী সুখ কোথা

চিরস্থায়ী সুখ কোথা জানে কোন্ জন ?
খুঁজিতেছে সেই সুখ ভ্রান্ত নর মন।
সুসজ্জিত শয্যা'পরে চারু নিকেতনে,
বুঝিয়াছ স্থায়ী সুখ মানব-জীবনে ?
যেই দিন মহাঝড়ে পড়িবে আলয়,
তখন রহিবে তব এ সুখ কোথায় ?
অথবা সুন্দরী-নারী-প্রেম-আলাপনে,
সুকুমার ক্ষুদ্র শিশু-বদন-চুম্বনে,
ভাবিতেছ এই সুখে র'বে চিরদিন ?
ভাব না তখন মনে কালের অধীন !

কাল পূর্ণ হ'লে পরে মহাকাল এসে,
যখন দাঁড়াবে তব পত্নী-পুত্র পাশে,
কি বলিয়া তা'রে তুমি করিবে বিদায় ?
এখন সে কথা মনে নাহি হয় হায় !
অনিন্দ্য সৌন্দর্য্য ওই র'বে না তখন,
পোড়াইবে চিরতরে কাল-হুতাশন।
স্থায়ী সুখ কোথা তব তখনি বুঝিবে।
বাসনা-জড়িত সুখ অনিত্য এ ভবে !
হায়রে মানব-মন আর' কি এখন
অনিত্য সুখের লাগি করিবে ভ্রমণ ?
পতি, পত্নী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা আর
অনন্ত স্নেহের ধারা জগত-মাঝার !
কালাগ্নি-পরশে যবে শুখাইবে ধারা,
তখন কাঁদিবে তুমি হ'য়ে আত্মহারা !
কে দিবে সান্ত্বনা তব শোকার্ত্ত হৃদয়ে ?
ভাব দেখি সেই কথা বিবেকে লইয়ে !
যেই সুখ স্থায়ী হ'বে, হইবে না ক্ষয়,
সেই সুখ খুঁজিবারে মম মন চায়।

বুদ্ধগয়া

কি সুন্দর আহা মরি, পুলকেতে প্রাণ ভরি,
হেরি মনোরম এই শান্তিপূর্ণ স্থান।
ইচ্ছা হয় দিবানিশি, এই খানে থাকি বসি',
দেখিয়ে মন্দির-শোভা জুড়াই নয়ন।
বুদ্ধগয়া শান্তিময়, হেরিলে বৈরাগ্য হয়,
সংসারে পশিতে মন নাহি চায় আর।
নীরব নির্জ্জন স্থান, কামনা-বিহীন মন,
অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিতে প্রচার,
রাজপুত্র যোগী-বেশে, আসিলেন এই দেশে,
মহাযোগে যোগী সেই পাইলা নির্ব্বাণ।
তাঁহার মূরতি এবে, স্থাপিত করিলা সবে,
এখন র'য়েছে সেই সমাধি-আসন!

রামগিরি

অপূর্ব্ব তোমার শোভা ওহে রামগিরি!
বাসনা সতত হেরি দিবস শর্ব্বরী।
ফল্গুনদী-পরপারে তোমার বসতি,
তব কোলে রাম সীতা যুগল মূরতি।
অতীতের সব স্মৃতি জাগা'য়ে এখন,
বিমুগ্ধ করি'ছ গিরি দর্শকের মন।

নীরব নির্জ্জন কিবা মনোরম স্থান !
দশরথে পিণ্ডদান আছে বিদ্যমান ।
বটবৃক্ষ তুলসী ও ফল্গু নদী তোরে,
দশরথে পিণ্ড সীতা দিলা সাক্ষী ক'রে ।
অমর সে বটবৃক্ষ বরেতে সীতার,
তুলসী ও ফল্গু নদী অভিশাপে তাঁ'র,
অন্তঃশীলা রূপে তুমি বহি'ছ এখন ।
এ দুঃখ মোচন তব হ'বে না কখন ।
রামগিরি তব শোভা অতি মনোহর ।
তব পাশে গেলে মম জুড়ায় অন্তর ।
উপরে অনন্ত-ময় সুনীল গগন,
হেরিয়ে মধুর শোভা জুড়ায় নয়ন ।
মধ্যে তুমি রামগিরি তপস্বীর বেশে
যোগাসনে আছ স্থির যেন ভাবাবেশে ।
নিম্নেতে সলাজে বহে ফল্গু নদী সতী,
মন-দুঃখে সঙ্কুচিতা ধীর নম্র গতি ।
সম্মুখে র'য়েছে পড়ে' বালুকার রাশি,
হেরিতে সৌন্দর্য্য তব সদা অভিলাষী ।
যোগীর আনন্দ-ময় শান্তি-নিকেতন,
যেন রামগিরি তব এ বাসভবন ।

কুকো পাখী

কি মধুর স্বরে পাখী ডাকো নিরন্তর !
ও মধুর স্বরে মম মোহিত অন্তর !
যেখানে তোমার স্বর শুনিবারে পাই,
শুনিতে মধুর তান সেথা ছুটে যাই।
জানি না কি মধু আছে তোর ও সুস্বরে !
কে আমি কোথায় আছি বুঝিনা অন্তরে।
শিখিতে তোমার এই সুমধুর তান,
সতত হ'তেছ মম আকুলিত প্রাণ।
কত পাখী গাছে বসি' গাহে নিরন্তর,
সে গানে আকুল নাহি করে এ অন্তর।
কি মোহিনী শক্তি তোর আছে ওই স্বরে !
এই শক্তি কেবা দিল বদন-বিবরে ?
সেই শক্তিবলে তুমি গাও অবিরাম ;
তোর গানে আমি ক্ষণ লভিরে বিশ্রাম।
যা'র গান গেয়ে তুমি হ'লে শক্তিমান্,
তাঁ'র শক্তিবলে মম আকর্ষিছ প্রাণ।
গানেতে হইয়ে সিদ্ধ তুমি ভাগ্যবান্,
অবশ্য পেয়েছ তুমি তাঁহারি সন্ধান।
বল পাখী বল তুমি বল সদাশয়,
কেমনে পাইব আমি সেই দয়াময় ?
মিশিতে তাঁহার পদে বাসনা আমার,
জিজ্ঞাসি তোমারে পাখী তাই বার বার।

কিসের গর্ব্ব

কিসের গরব কর রে অবোধ মন ?
যাহার গরবে তুমি গর্ব্বিত এখন,
সে পদার্থ রহিবে না, জেনো চিরদিন,
অনিত্য জগতে সে যে হইবে বিলীন !
ধনী করে সদা হায় ধনের গরব,
ভাবে না তখন মনে অনিত্য বিভব ।
তা' যদি ভাবিত মনে, তা' হলে সংসারে
এত দুঃখ জ্বালা কভু থাকিতে না পারে ।
ধনী যদি বুঝিত রে দরিদ্র-বেদনা,
মুছাইত দরিদ্রের দুঃখ-অশ্রুকণা ।
কতই সুখের হ'ত এ মর সংসার,
দুঃখ-দৈন্যে করিত না এত হাহাকার !
বিলাস-বাসনা পূর্ণ করিবার তরে
ওহে ধনী ধন ব্যয় কর অকাতরে !
মুষ্টিমেয় অন্ন-তরে দুঃখী কতজন
তব দ্বারে বসি' করে অশ্রু বরিষণ ।
চাহ না তাহার পানে করুণা-নয়নে,
তাড়াও তাহারে তুমি গর্ব্বিত বচনে ।
ভাব দেখি ধনী তুমি ভাব একবার,
কাহার দয়ায় ধন হ'য়েছে তোমার ?
ধন দিয়ে মন তব বুঝিবার তরে
ধনী করে' পাঠা'লেন তোমারে সংসারে ।

এ ধনের কর যদি তুমি সদ্‌ব্যয়,
এ জীবন ধন্য হ'য়ে বাড়িবে নিশ্চয়।
অহঙ্কারে মত্ত ধনী সংসার ভিতরে,
যা'র প্রতি যে কর্ত্তব্য কভু নাহি করে!
উপার্জ্জিত নিজ ধনে হইয়ে গর্ব্বিত,
সংসারে সবার তবে না হয় চিন্তিত!
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী দুঃখে নিমগন
সে দুঃখ দেখিয়ে ধনী ফিরায় বদন!
আপনার পুত্র, কন্যা, সহ পরিবার
বিলাসিতা পূর্ণ করো স্বীয় সবাকার!
পিতা-মাতা-দুঃখে নহে বিচলিত মন!
কেমনে দুঃখীর দুঃখ করিবে মোচন?
পাপ-কর্ম্মে রত হ'য়ে বিবেকে ত্যজিয়ে,
ধনের গরবে সদা প্রমত্ত হইয়ে,
অহঙ্কারে মত্ত হয় ধনীর জীবন!
এই ধন চিরদিন রবে না কথন!
কভু নহে স্থির যথা পদ্ম পত্রে জল,
এ ক্ষণ-ভঙ্গুর তথা জীবন চঞ্চল।
অনুলোমে বিলোমেতে প্রকৃতি গঠন।
প্রকৃতি-ইচ্ছায় কর্ম্ম হয় প্রতিক্ষণ।
সুখ দুঃখ সব হয় প্রকৃতি-ইচ্ছায়।
কিসের গরব কর? ত্যজ সমুদায়।
বিদ্যার গরবে দেখি গর্ব্বিত বিদ্বান,
ভাবে মনে কেহ নাহি তাহার সমান!

সকলে গর্ব্বের দাস হেরি এ সংসারে,
মোর সম শ্রেষ্ঠ নাহি ভাবে অহঙ্কারে।
বিদ্বান কি ভাব তুমি বিদ্যার গরবে—
তোমা হ'তে কত শত আছে শ্রেষ্ঠ ভবে ?
বুঝিলে গরব তব হইবে দমন।
এইরূপে প্রত্যাহার কর সদা মন।
রূপের গরব করে রূপবতী নারী,
মোর সম রূপবতী কভু নাহি হেরি।
ভাব লো সুন্দরী তুমি ভাব সদা মনে,
এ রূপ বিরূপ হবে বার্দ্ধক্য-জীবনে,
যা' কিছু রহিবে স্মৃতি তা'ও নাহি র'বে,
কালের করাল গ্রাসে সকলি গ্রাসিবে।
পতি, পুত্র, ধন, রত্ন, রূপ ও যৌবন,
চিরস্থায়ী কিছু নয়—অলীক স্বপন !
কিসের গরব কর রে অবোধ মন ?
ত্যজি সব মোহ, ভাব' নিত্য নিরঞ্জন।

ঈশ্বরের

এ সংসার রঙ্গমঞ্চ করিয়ে সৃজন,
কতরূপে অভিনয় করে নারায়ণ !
ভাবিতে তোমার রঙ্গ ভাবেতে বিস্ময় !
করিতেছ দয়াময় নিত্য অভিনয়।

অভিনেত্র অভিনেত্রী নরনারীগণে
সাজাই'ছ মনমত কতই যতনে !
সংসার-নাটকে যবে পট্ উত্তোলন,
মানব শৈশব-খেলা খেলি'ছে তখন।
জননীর কোলে শিশু কতই উল্লাসে
খেলিতেছে আনন্দেতে মনের হরষে।
চিন্তা, ভয়, শোক, দুঃখ, কিছু নাহি তা'র,
সদাই আনন্দভাবে বিভোর অন্তর,
স্নেহময়ী জননীর ক্ষুদ্র হৃদয়েতে,
দিলে ভরি স্নেহ দয়া শিশুরে পালিতে !
কভু মাসী, কভু পিসি, জননী, ভগিনী,
কত রূপে সাজাইয়ে দিবস রজনী,
করিতেছ অভিনয় ওহে দয়াময়,
অপূর্ব্ব তোমার লীলা অবোধ্য নিশ্চয়।
সুখের শৈশব কাল হ'লে অবসান,
দ্বিতীয় অঙ্কেতে পট হয় উত্তোলন।
প্রলোভিত হয় সদা মানব যৌবনে,
প্রবল বাসনা-বশে ইন্দ্রিয়-তাড়নে।
চির দুঃখময় সদা ব্যথিত হৃদয়,
সেই ফলে ফল হয় কত বিষময় !
তব লীলা, লীলাময়, হেরি চমৎকার !
মায়াতে মোহিত জীব ভ্রমে নিরন্তর !
দুঃখের আলয়ে ভাবি সুখের আগার,
আনন্দে সংসার-স্রোতে দিতেছে সাঁতার।

কাটাকাটি, মারামারি, বিবাদ বিষাদ,
প্রেম সুখ-আশা মিলনের অবসাদ,
কভু সুখ, কভু দুঃখ, মান অভিমান,
হিংসা দ্বেষে পরিপূর্ণ মানবের প্রাণ।
কতরূপে কত খেলা খেলি'ছ সংসারে।
এ অঙ্কের শেষ আছে বুঝিতে না পারে!
আবার তৃতীয় অঙ্কে বার্দ্ধক্য জীবন,
জরাজীর্ণ আসি' নরে দেয় দরশন!
কোথা সেই সুকুমার শিশুর জীবন,
কোথা বা রহিল সেই প্রমত্ত যৌবন?
যা'তে বিমোহিত চিত্ত হইত তখন,—
সুন্দর সুঠাম দেহ নয়ন-রঞ্জন!
আকর্ষিত নরনারী কি মোহন বলে!
ভুলাইত মোহ-বশে কত রূপ ছলে।
কিন্তু হায় বার্দ্ধক্যেতে ইন্দ্রিয় সকল
তেজহীন হ'য়ে সবে হইবে বিকল!
একেবারে দৃষ্টিহীন হইবে নয়ন
বড় দুঃখময় হায় বার্দ্ধক্য জীবন!
চলিতে শকতি নাই, বধির শ্রবণ,
পরের অধীন হ'য়ে কাটায় জীবন!
মৃত্যু আসি মানবেরে গ্রাসিবে যখন,
তা'র 'পরে যবনিকা হইবে পতন!
দু'দিনের শোকে সবে হ'বে নিমগন,
কালেতে বিস্মৃতি আসি' ভুলা'বে তখন।

নব অভিনয় পুনঃ করিতে সৃজন
আবার হইবে দেব তব আকিঞ্চন।
এরূপে মানবে ল'য়ে কর্ম্ম-রঙ্গালয়,
করিতেছ দয়াময় নিত্য অভিনয়।

অদৃষ্ট

'অদৃষ্ট' কে তুমি দেবী, অ-দৃষ্টে থাকিয়ে,
মানবেরে সমুচিত করম করা'য়ে,
মায়ার মোহন-ফাঁসে,
ছলনার মোহ-পাশে
বাঁধিয়ে করম সদা করাও তাহারে।
মানব তোমার চক্র বুঝিতে না পারে।

অদৃষ্ট তোমার শক্তি ধন্য মহিমায়!
মানবের কর্ম্মসূত্র ধরি তুমি হায়,
নিত্য এই মর্ত্ত্য ভবে
কর্ম্মসূত্রে টানি সবে,
সুখ দুঃখ অনুভব করাও মানবে।
মানব তোমার শক্তি কেমনে বুঝিবে?

অসীম শক্তিতে তুমি কর্ম্ম-বীজ ল'য়ে,
নিয়ত ঘুরাও পরে সংসার-আলয়ে।

তোমার এ শক্তি সব
হ'তে পারে পরাভব,
জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম-বীজ যদি দগ্ধ হয়,
তখন তোমার শক্তি ফুরা'বে নিশ্চয়।

'অদৃষ্ট'! অলক্ষ্যে থাকি' অসাধ্য সাধন
মানবে লইয়ে করিতেছ সর্ব্বক্ষণ।
বাসনা-বিহীন হ'লে,
তব শক্তি যা'বে চলে',
নির্ব্বাসনা' পরে আর ভ্রুকুটী ভীষণ
করিতে নারিবে তুমি তাহারে তাড়ন।

বাসনা-মলিন চিত্তে তব অধিকার।
ভাল মন্দ কর তুমি জীবে অনিবার।
বাসনার বশে নর,
তোমার আয়ত্ত-পর,
ভ্রমি'ছে সংসারে হায় যুগ-যুগান্তর।
তাইতে র'য়েছ তুমি হইয়ে অমর।

গীতা

সংসার-সাগরে প'ড়ি বিষম তুফানে,
আকুলিত এ জীবন, উঠিব কেমনে?

কিছু নাহি দেখি আর, সব শূন্যময় !
এমনে কিরূপ ভাবে যাইব কোথায় ?
বুঝি হায় মম মন বিপথে যাইয়ে,
চিরদিন অশান্তিতে রহিবে ডুবিয়ে।
এই ভাবি সদা মম কাঁদে এ অন্তর।
শোকে দুঃখে পরিপূর্ণ হেরিয়ে সংসার,
মোহিত অজ্ঞান-মোহে এ মন আমার !
কেমনে ঘুচিবে হায় অজ্ঞান-আঁধার ?
ধর্ম্মময়ী "গীতা" অয়ি ! করিয়ে সঙ্গিনী,
প্রদানিলে মোরে জ্ঞান জানিয়ে দুঃখিনী।
তত্ত্বসার সুধাপূর্ণ গীতায় আমার
ঘুচিয়াছে অজ্ঞানতা মোহ-অন্ধকার।
তোমার কৃপায় লভি' পরম সান্ত্বনা,
ভুলিয়াছি সংসারের অনিত্য বাসনা।
একটী বাসনা শুধু আছে এ জীবনে,—
অন্তিমেতে গীতা-শ্লোক যেন ভাবি মনে।
হৃদি'পরে গীতা ! তোমা রাখি' সযতনে,
পূর্ণ শান্তি লভি' যেন ত্যজিগো জীবনে।
গীতা ধ্যান, গীতা জ্ঞান, গীতাই আমার
দুঃখময় জীবনের শান্তির আধার।

শান্তি

শান্তি যদি চাহ মন, স্থির-চিত্ত হ'য়ে,
গুরুদত্ত ধন পেয়ে, বিবেক বৈরাগ্য ল'য়ে,
কামনা বাসনা সবে দিও তাড়াইয়ে।
আমার আমিত্ব ভুলে, বিশ্বপ্রেমে প্রাণ ঢেলে,
সর্ব্বহিত-কর্ম্মে প্রাণ কর নিয়োজিত।
হিংসা দ্বেষ আত্মপর, রেখ'না এ ভাবান্তর,
সুখে দুঃখে সম জ্ঞান করিও নিয়ত।
অহঙ্কার অভিমান, কাম ক্রোধ রিপুগণ,
মানবেরে দুঃখে সদা করে নিমগন ;
থাক যদি ওরে মন, হরিপ্রেমে নিমগন,
করিবে না জ্বালাতন তবে রিপুগণ।
ভুলে বিষয় বাসনা, কর ঈশ্বর-সাধনা,
হেরিয়ে বিমল জ্যোতিঃ প্রশান্ত অন্তরে ;
শোক দুঃখ দূরে যা'বে, সদাই আনন্দ পা'বে,
প্রেমের হিল্লোলে খেলি' লহরে লহরে।
আত্মজ্যোতিঃ হেরি' মন, পা'বে সাধনের ধন,
সে ধন নিকটে আর নাহি কোন ধন!
ঘুচে য'াবে সব ভ্রান্তি, পাবে মন পূর্ণ শান্তি,
কর এবে গুরুপদে আত্মনিবেদন॥

জাগ মা কুণ্ডলিনী

চমকি বিজলি সম কোথা চলে' যাও ?
ক্ষণতরে দেখা দিয়ে কেন গো লুকাও ?
আমি যে আকুল প্রাণে, ডাকিতেছি নিশিদিনে,
শুনেও না শুন কাণে, নিঠুরা হ'য়েছ !
পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে কেমনে র'য়েছ ?
সন্তান-বৎসলা তুমি, অজ্ঞানা তনয়া আমি,
ক্ষম অপরাধ মম, এস গো জননী ।
জাগ মা হৃদয়ে সদা কুলকুণ্ডলিনী ।
সহস্র-পদ্মেতে রাখি, সতত যেন নিরখি,
এই মা বাসনা চিতে আছে দিবানিশি,
হেরিতে ও রাঙ্গাপদ সদা অভিলাষী ।
জাগ মা এ হৃদয়েতে, রব ধ্যান-সমাধিতে,
আর কিছু নাহি চাই, জাগ মা জননী,
জাগিয়ে জাগা মা ওমা কুলকুণ্ডলিনী ।

দেব সব লও তুমি

দেব সব লও তুমি যা' আছে আমার ।
এই সে করুণা-কণা চাহি বার বার ।
তোমার চরণতলে করিতে প্রদান
আনিয়াছি সব আশা মান অভিমান,

সুখ-দুঃখ-বিজড়িত বাসনা আমার,
লও সব তুমি মম ভক্তি-উপহার।
আকুল আকাঙ্ক্ষা আর ঘোর অজ্ঞানতা
তব পদে ঢালি' আমি লভি সুস্থিরতা।
ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ পুণ্য লও সব তুমি,
অর্পিতেছি তব পদে হে জীবন-স্বামী!
হিংসা, দ্বেষ, মোহ, ভ্রান্তি, অশান্তি অনল
তোমার চরণ লভি হউক শীতল।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য যাহা আছে এ সংসারে,
নাহি চাই আমি সব লও দয়া করে' ;
ভাল মন্দ যাহা আছে লও সব তুমি,
অন্তরে থাকিয়ে মম হে অন্তরযামী!

ঈশ্বরের প্রেম

(প্রার্থনা)

দয়াময় নারায়ণ চির-প্রেমময়!
দাও প্রেম-বারি নাথ পিপাসি' হৃদয়।
পিতা মাতা সব স্নেহ হারাইয়ে হায়,
মাগিতেছে তব পদে অভাগী আশ্রয়।

সংসারের সুখ-আশা মিটেছে আমার,
চাহি শুধু নাথ তব প্রেম-পারাবার।
অপার প্রেমের নীরে দিব হে সাঁতার,
অজ্ঞানা রমণী আমি সঙ্কল্প আমার।
ভক্তের জীবন হরি ভবের কাণ্ডারী,
দিও নাথ এ দাসীরে তব পদতরি।

সম্পূর্ণ

গীত

বন্দনা

কমল-কাননে, কমল-আসনে,
কমল-বাসিনী রে,
শুভ্র কমল-দলে, রজত জোছনা খেলে,
মধুর মাধুরী বিকাশি' রে।
শুনিয়ে বীণার তান, আকুল সন্তান প্রাণ!
ওমা এসেছে ছুটিয়া কাতরে;
বীণার ঝঙ্কারে, প্রণবের সুরে,
ডাক মা সন্তানে করুণা-অন্তরে ॥
এস মা এস মা আজি আকুল আহ্বানে,
ওমা ডাকি মা তোমারে।
জ্ঞান-সরোজ মম, হৃদয়-সরসী-মাঝে,
কবে হ'বে মা প্রস্ফুটিত কবে হ'বে মা?
তাই কি এলি মা, আজি জ্ঞান-রূপিণী?
তনয়ার অবিদ্যা নাশিতে বিদ্যাবিনোদিনী ॥

এলে যদি কৃপা ক'রে মম হৃদয়-মন্দিরে,
আমি কি দিয়ে পূজিব মা তোমারে?

পূজার অর্ঘ্য কিছু নাই তাই ভাবি মা অন্তরে,
পুষ্প চন্দনে চর্চ্চিতে, মম নাহি সাধ পূজিতে,
আমি ভক্তি-চন্দন রেখেছি ঘষিয়ে,
দিব মা চরণ তব রঞ্জিয়ে,
বাসনা-কুসুম তুলে, দিব মা চরণ-তলে,
অহংভাব অজ্ঞানতা রেখেছি আহুতি তরে।
লবে কি মা, দয়া কোরে মম পূজা উপচারে?
তুমি কখন কুমারী, কখন যুবতী, কখন বৃদ্ধানী!
আমি এখন তোমারে চিনিতে পারিনি!
আমায় দাও মা দেখা'য়ে, দাও মা চিনা'য়ে,
আমার আমিত্ব নাশিয়ে, দাও স্বরূপ জাগা'য়ে
আমি নিশিদিন তোমা দেখি যেন অন্তরে বাহিরে।

যদি এসেছ, এসেছ দরিদ্র-কুটীরে দয়া করি',
অন্নপূর্ণা রূপে অন্ন বিতরি',
ক্ষুধিত পিপাসিত অশ্রু-প্লাবিত
মাগো তনয় তনয়া তোমারি,
মুছা'তে হ'বে মা তোমা নয়ন-বারি।

আজি একি অপরূপে দেখা দিলি মা, আমায় ?
ভীত চিত হৃদে শান্তি-সুধাধার ।
সাকারেতে নিরাকার, হ'য়ে যায় মা একাকার,
কে আমি কে তুমি, চিনিতে পারি না আর !
সাকার সাধনা-ফলে, তব জ্যোতিঃ হৃদে জ্বলে ;
সাকার রূপেতে তাই ভাবি তোমা অনিবার,
মায়িক সংসার-চক্রে ভ্রমে ঘুরি নিরন্তর ।

ভালবেসে থাকি ভাল তাই ভালবাসিতে চাই,
সর্ব্বত্র তোমারে দেখে প্রাণে কত সুখ পাই ।
কেহ বলে আছ এখানে, কেহ বলে আছ ওখানে,
কিন্তু আমি ভাবি তুমি আছ সব ঠাঁই ;
তোমারে দেখিতে তবে কেন দূরে যাই ।
আমার যা' কিছু আছে, তোমারে সঁপিতে চাই ।
প্রাণ মন লহ যদি তবে ত আনন্দ পাই ।
তুমি যদি ভাল নাহি বাস তা'তে মম দুঃখ নাই ।
ভালবাসার বিনিময়ে ভাল না বাসিতে চাই ।

ভালবাসি বলে' কি হে এত দুঃখ দিতে হয় ?
তোমারে না-পেলে মম জীবন সংশয় ।
অবোধ অজ্ঞান আমি, তুমি হে অন্তরযামী,
সকলি জানি'ছ তুমি কি জানা'বো হায় !

কা'র ধ্যানে যোগাসনে আছ ব'সে ত্রিপুরারি ?
তুমি যা'রে কর ধ্যান সে যে আমার মা শঙ্করী।
ওমা কত জানে ছলা, পাগল ভোলা,
যোগীর জীবন হ'য়ে বিশ্বময়,
কা'র যোগে তুমি করিলে সমাধি আশ্রয় ?
কত শত যোগী লুটে পদতলে,
দেখ ভোলা আঁখি মেলে,
যোগের মহিমা করিতে প্রচার, তাই কি হে বাঘাম্বর
যোগীবেশে ভ্রমিতেছ শ্মশান-বিহারী ?

এখন' এলিনি ওমা হর-মনোরমা ?
আমার অজপা ফুরা'য়ে যায়,
আশা-পথ চেয়ে হায়,
বলে'ছিলি আস্‌বি তারা, মুদ্‌বো যবে আঁখি-তারা,
মুদিতেছে আঁখিতারা, এস হৃদে ওমা তারা,
(আমি) মনে প্রাণে মিশিয়ে দিয়ে দেখ্‌বো তোরে ওমা শ্যামা।

মরমে মরম-জ্বালা হৃদয়ে নিবারি হায় !
তব আশাপথ চেয়ে জীবন ফুরা'য়ে যায়।
আজি মম শুভদিন, তব পদে হব লীন,
ধর্ম্ম কর্ম্ম পাপ পুণ্য সব পুড়ে হ'ল ছাই ;
চল মা, তোমার কোলে আনন্দে কৈলাসে যাই।
বাসনার মোহপাশে, কর্ম্মসূত্র সদা টানে,
টেন না আমারে আর এ দুঃখ-ধরায় ॥

ওমা এই কোর’ নিদান-কালে,
যেন গুরু-ব্রহ্ম-পদতলে,
সুধামাখা ব্রহ্মনাম উচ্চারিয়ে,
জীবাত্মারে দিও ও পদে মিশা’য়ে।
সে সময় জ্ঞান রেখ জ্ঞানময়ী,
মম অজ্ঞানেরে কোরে জয়ী,
ওমা শবাসনা, ল’য়েছ ত সব বাসনা,
শুধুই আছে মনে এই বাসনা,
মাগো গুরুব্রহ্মবিনা, মন যে কিছু চায় না,
(তাই) সময় থাক্‌তে জানিয়ে রাখি ও পদ-কমলে।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট

শোকসন্তাপ

পতিব্রতা দিদিমণি পতি-পদতলে
রাখিয়ে অন্তিম স্মৃতি নয়ন মুদিলে !
জুড়া'লে যাতনা দিদি বিষম ব্যাধির !
অবসন্ন শীর্ণপ্রায় কাতর শরীর !
বৎসরেক ছিলে হায় শয্যায় শায়িতা,
ভাবিতে সে সব কথা মনে পাই ব্যথা ।
হায় রে দুরন্ত কাল নির্দ্দয় হৃদয়,
কেমনে লইল কাড়ি, স্নেহ-প্রতিমায় ?
ক্ষুদ্র শিশুগণ তব কাতর নয়নে
চাহিয়া র'য়েছে হায় পিতৃ-মুখ-পানে !
দ্বাদশ বর্ষের শিশু "প্রবোধ" তোমার
সজল নয়নে বলে "মাসীমা আমার,
কি পাপে বলনা হায় ! মায়ের চরণ
অন্তিমেতে মম ভাগ্যে হ'লনা দর্শন ?"
শুনিয়া শিশুর মুখে কাতর বচন,
দুঃখিনীর হইতেছে হৃদি বিদারণ ।
শোকের সন্তাপে আমি ভাসি অশ্রুজলে,
আছ সুখে শান্তিধামে পিতৃমাতৃ-কোলে ?

সুখের সংসার তব শান্তি-নিকেতন,
কোন দুঃখ পাও নাই জীবনে কখন।
সবার আদরে তুমি ছিলে আদরিণী,
কি দুঃখে চলিয়ে গেলে ওগো দিদিমণি ?
বুঝেছি ক্ষণিক সুখ এ মর-সংসারে,
তাই বুঝি চ'লে গেলে এত ত্বরা ক'রে ?
যাও গো আনন্দময়ী চির শান্তিধামে,
মরতের দুঃখ যেন না পশে মরমে।
শোকে, দুঃখে পরিপূর্ণ এ মর-ভবন,
শোকে দুঃখে দেখ মম সন্তপ্ত জীবন।

শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র মিত্রের পরিণয়োপলক্ষে

অকস্মাৎ আজি কেন আনন্দ সঙ্গীত
পশিয়া এ শূন্য হৃদি করে প্রকম্পিত ?
বিষাদ-লহরী সদা ছিল যেই প্রাণে,
আকুলিত করে কেন এ আনন্দ-গানে ?
শূন্য এ সংসার আহা ছিল অন্ধকার,
সে আঁধারে আজি দেখি আলোক-সঞ্চার!
পূর্ণচন্দ্র! আজি তব শুভ পরিণয়!
বিষাদে তাই কি এই আনন্দ উদয় ?
ছিন্ন বীণা-তার যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
গাহি'ছে মিলন-গীত বেদনা চাপিয়া।

কোথা দিদিমণি দোঁহে আজি এই দিনে,
সকলি যে শূন্যময় তোমরা বিহীনে !
কতই বাসনা ছিল অন্তরে দোঁহার ;
সে বাসনা পূরাইতে এস একবার ।
রেখেছিলে সযতনে বসণ ভূষণ,
সাজাইবে নববধূ মনের মতন ।
তোমরা বিহনে দিদি কে সাজা'বে তা'রে ?
বিতরিতে স্নেহ দয়া এস বালিকারে ।
সাজা'য়ে বরণ-ডালা বিষাদ-অন্তরে,
কাঁদি'ছেন শ্বশ্রূমাতা তোমাদের তরে ।
দাঁড়াও জননী-পাশে তোমরা দু'জনে ।
আনন্দে আনন্দ তাঁ'র উথলিবে প্রাণে ।
পূর্ণচন্দ্র-মুখখানি বিষাদে আবৃত,
আজি শুভদিনে সে ত নহে হরষিত !
তোমরা বিহনে তা'র এতই বেদনা,
নীরবে নির্জ্জন স্থানে মুছি' অশ্রুকণা,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি' আকুল অন্তরে,
ডাকিতেছে তোমাদেরে আজি সকাতরে ।
আসিবে না দিদিমণি আসিবে না আর ?
একবারে ত্যজিয়াছ এ মর-সংসার ?
পবিত্র আশীষ-বাণী অমরার ধ্বনি
পশিয়া মোদের কর্ণে জুড়া'ক পরাণী ।
বর্ষিও আশীষ-ধারা ত্রিদিব হইতে,
চিরদিন এ দম্পতি থাকুক সুখেতে ।

শূন্য জীবনের আহা শূন্য অবসাদ !
নব দম্পতিরে ক'র চির আশীর্ব্বাদ ।

পূর্ণচন্দ্র !

সদ্‌গুণে ভূষিত সদা তোমার অন্তর,
ঈশ্বর করুন সুখী তোমা নিরন্তর ।
স্নেহ দয়া পরিপূর্ণ মমতা হৃদয়ে
মাতৃহীন শিশুগণে মাতৃসম হ'য়ে,
এতদিন সযতনে করেছ পালন,
একাকী করিলে তুমি কর্ত্তব্য-সাধন !
তব কর্ম্মে সহায়তা করিবার আশে,
দাঁড়া'য়েছে "গৃহলক্ষ্মী" আজি তব পাশে ।
পতিব্রতা পত্নী সনে প্রফুল্ল অন্তরে
ধর্ম্ম কর্ম্ম করি হ'ও যশস্বী সংসারে ।
অনিত্য সংসারে ভুলে সব আত্ম পর,
কর্ত্তব্যের পথে সদা র'বে নিরন্তর ।

মীনজা !

এস বোন্ শূন্য গৃহে পূর্ণ আলো ল'য়ে,
হউক উজ্জ্বল শোভা আঁধার আলয়ে ।
মাতৃরূপে স্নেহময়ী স্নেহ দয়া ল'য়ে,
বিতরিও শিশুগণে সরল হৃদয়ে ।
স্নেহময়ী মুছাইয়ে স্নেহের অঞ্চলে,
মাতৃহীন শিশুটিরে লও কোলে তুলে ।

মাতৃহীন শিশুগণে কে দেখিবে আর ?
শোকে তাপে শ্বশ্রূমাতা ব্যথিতা অন্তর ?
গুণবতী হয়ে বোন্ শান্তি-মূর্ত্তিমতী,
মুছে দিও জননীর চিরশোক-স্মৃতি।
শ্বশুর শ্বাশুড়ী আর যত গুরু জনে
সেবিও সতত তুমি ভক্তি-পূর্ণ প্রাণে।
মাতৃহীন শিশুগণে স্নেহপূর্ণ মনে
পালিও তাঁদের সদা অতীব যতনে।
দয়াময় ঈশ্বরের করুণার বলে
সুদীর্ঘ জীবনে দোঁহে থাকিও কুশলে।
নিয়ত জানাই মোরা ঈশ্বর-চরণে
ঘুচে যা'ক্ শোক জ্বালা এ শুভ-মিলনে।

বর্ণমালা স্তোত্র

অ কারে অভয়া তুমি ভয়-নিবারিণী।
আ কারে আনন্দময়ী শান্তি-বিধায়িনী।
ই কারে ইন্দ্রাণী তুমি ইন্দ্রের আলয়ে।
ঈ কারে ঈশানী মাগো ঈশান-হৃদয়ে।
উ কারেতে উমা তুমি গিরিরাজ-সুতা।
ঊ যা রূপে জগতেরে কর মা, জাগ্রতা।
ঋ কারে ঋগ্বেদ মাতা বেদ প্রসবিলে।
ঌ কারে স্বয়ম্ভূরূপে জগত সৃজিলে।

এ কারে একাঙ্গী প্রেম বিশ্বে প্রচারিলে।
ঐঁ মন্ত্রেতে গুরুপদ পূজিতে শিখা'লে।
ওঁ কার প্রণব মন্ত্রে বেদ আরম্ভিলে।
ঔঁ কারেতে সব কর্ম্ম তুমি সমাধিলে।
অ সীম অখণ্ড কৃপা বর্ণিব কেমনে?
আ নন্দ-রূপিণী বিরাজিছ সর্ব্বস্থানে।
ক রূপে কালিকা কালভয়-বিনাশিনী।
খ ণ্ডিতে জীবের ভয় তুমি গো জননী।
গ ণেশ-জননী রূপে আসিয়ে ধরায়,
ঘ ন অন্ধকার তুমি নাশিলে ত্বরায়।
ঙ আর সর্ব্বাক্ষরে হ'লে প্রকাশিতা।
চ রণ-কৃপায় জীব চৈতন্যে জাগ্রতা।
ছ লনা কোর'না ওমা অভাগি সুতায়।
জ গত-জননী! নিনু আশ্রয় ও পায়।
ঝ টিতে যন্ত্রণা হ'তে ক'র মা নিস্তার।
ঞ রূপে পদে ঢুকোরে ক'র মোরে পার।
ট ল টল পাপ-ভরে করে বসুন্ধরা।
ঠ কিবে সংসার-মোহে অচেতন যা'রা।
ড ঙ্কা মেরে যা'বে চ'লে যে পেয়েছে তোরে।
ঢং কোরে সং সেজে কেন মিছে এ সংসারে!
ণ রূপে নৃসিংহ হ'য়ে হিরণ্যে বধিলে।
ত রূপে তারিণী তুমি পাপীরে তারিলে।
থ রূপে থাক মা হৃদে পাপ-স্রোত নাশি'।
দ য়াময়ী রূপে তুমি জীবেতে প্রকাশি'।

ধ রণী রক্ষিতে তুমি ধরিত্রী হইলে।
ন মি আমি নারায়ণী চরণ-কমলে।
প তিত-পাবনী তুমি পতিতে উদ্ধারি'।
ফ ণি-মালা-বিভূষিত শ্মশান-বিহারী
ব ম্ বম্ ভোলা পড়ি ও রাঙ্গা-চরণে।
ভ বানী গো ভব মূর্ত্তি আছে তব ধ্যানে
ম হিষ-মর্দ্দিনী জীব-ভয়-প্রদায়িনী।
যং রূপে বহি'ছে সদা জীবের জীবনী।
রং রূপে জীব-অন্তর ক'র আলোময়।
লং পৃথ্বী রূপেতে সৃষ্টি হ'ল মা ইচ্ছায়।
বং রূপে অমৃতে পূর্ণ ক'র মা হৃদয়।
শ রণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নমো নারায়ণী।
ষ ড়্-চক্র ভেদ করি' কুল-কুণ্ডলিনী,
স হস্র-পদ্মেতে আহা শোভি'ছ জননী।
হং রূপে অজপা জপ দিবস-যামিনী।
ক্ষং রূপেতে সুধাবিন্দু ক্ষরি'ছে চরণে।
ং রূপে তুমি নৈসর্গিক আনন্দ মনে।
ঁ চন্দ্রবিন্দু হেরি ইন্দু মন স্থির রয়।
মহানাদে যোগী হৃদি সদা তাহে লয়।
গাঁথিয়াছি "বর্ণ মালা" অর্পিতে ও পায়,
অজ্ঞান তনয়া জানি লহ মা তাহায়।
মায়ের যুগল পদ অপূর্ব্ব শোভিবে।
চরণ-পরশে মালা উজ্জ্বল হইবে।

অবোধ তনয়া তব, দেখিতে দেখিতে
দয়া কোরে দি'ও শক্তি ও পদে মিশিতে।

অপার করুণা

অপার করুণা তব বর্ণিব কি আর!
বুঝিয়াছি কি আশ্চর্য্য জীবনে আমার।
ভাবিয়ে করুণা মাগো হৃদয় আকুল,
নয়নের জলে মম ভাসে মা ডুকুল।
কৃপাময়ী তুমি, অযাচিত কৃপাবলে
স্থান দিলে অভাগীরে তব পদ-তলে।
চির-দুঃখময় এই সংসার-ভবন,
তাই কি সে দুঃখ মোর করিলে ছেদন!
অন্তিমে জননী সত্য করিতে পালন
কঠিন নিগড়ে মোরে করিলে বন্ধন!
মাতৃ-পিতৃ-হীন ক্ষুদ্র শিশুটীরে ল'য়ে,
পালিতে অর্পিলে তুমি সন্তপ্ত হৃদয়ে!
আপন কর্ত্তব্য সব দিয়ে বিসর্জ্জন,
নিলাম তুলিয়ে বুকে তব স্নেহদান।
তখন বুঝিনি মাগো তব কৃপাবল,
কাটা'তে সংসার-মায়া ক'রেছ মা ছল।

সংসারের মায়া মোহ সব ফেলি' দূরে,
স্নেহ দয়া মায়া দিয়ে পালিনু তাহারে।
নিষ্ঠুর মানব সবে নিন্দিয়ে তখন,
করিত মা অভাগীর জর্জ্জরিত মন।
সংসার মূরতি ধরি' অতীব ভীষণ,
দুঃখ ব্যথা দিয়ে হৃদি করিনি পীড়ন।
কত বিভীষিকা মোরে দেখা'য়ে তখন,
টেনেছিল এ সংসারে দুঃখেরি কারণ।
একমাত্র তুমি মাগো থাকিয়া অজ্ঞাতে,
অপার করুণা-বলে জ্বালা জুড়াইতে।
অজ্ঞানে মোহিত মন ছিল মা তখন,
শিশুটীরে ভাবিতাম অমূল্য রতন;
প্রাণের সে আলম্বন ভাবিয়ে তাহারে,
বাঁধিতাম দৃঢ় কোরে আর' স্নেহ-ডোরে।
সুখ দুঃখ মানামান সকলি ত্যজিয়ে,
জুড়া'তাম সব জ্বালা তা'রে বুকে ল'য়ে।
মহামায়া-ঘোরে মাগো হ'য়ে অচেতন,
নির্ভর তোমার পদে করিনি তখন।
কিন্তু দয়াময়ী তুমি থাকিয়ে নিকটে,
উদ্ধার করিলে মোরে সকল সঙ্কটে।
মায়া মোহ বিনাশিতে করুণা-রূপিণী,
ভক্তি রূপে প্রকাশিলে হৃদয়ে জননী।
অজ্ঞান-তিমির নাশি জ্ঞান-আলোকেতে
থাক মাগো এ হৃদয়ে বাসনা নাশিতে।

সুখ দুঃখ বিনাশিলে বাসনা আমার,
অন্তরে থাকিয়ে তুমি করুণা-আধার।
কেমনে বুঝিব আমি এ ক্ষুদ্র অন্তরে,
করিতেছ দয়া জীব-মঙ্গলের তরে।
তুমিই শিশুরে মাগো করিয়ে পালন,
মাতৃ-সত্য-পাশ হ'তে করিলে মোচন।
সব মায়া মোহ যদি গেল দূরে চ'লে,
শিশুর মায়ায় শুধু ছিনু দেবী ভূলে।
দয়াময়ী সেই মোহ করিতে ছেদন,
দয়া কোরে অভাগীরে দিলে ও চরণ।
দূরে গেল শিশু-মোহ এ ছার সংসার ;
প্রলোভিত আর যেন না হয় অন্তর।
অনিত্য জগত এই দুঃখের আধার।
ভ্রান্তিতে মানব সব ভ্রমে নিরন্তর।
ভ্রান্তি-বিনাশিনী তুমি জননী আমার।
মানব পাইলে তব করুণা অপার,
লভিবে বিমল শান্তি অন্তরে সতত,
আনন্দ-ময়ীর কোলে সুখে অবিরত।
জগত আনন্দ-ময় তব করুণায়,
মানবের শোক দুঃখ সব দূরে যায়।
তাইতে ও পদে মাগো ল'য়েছি আশ্রয়,
নিরাশ্রয়ে দিও সদা তব করুণায়।
তুমি মা মঙ্গল-ময়ী জননী আমার।
হ'তেছে মঙ্গল সদা ইচ্ছায় তোমার।

তোমার করুণা ভাবি আত্মহারা হই।
মিশিতে ও রাঙ্গা-পদে তাই ভিক্ষা চাই।

সম্পূর্ণ